NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com

৮ টি-২০ বিশ্বকাপে আর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নয়!

রেকর্ডে রেকর্ডে ওমানকে বিধ্বস্ত করল ইংল্যান্ড ৮

কলকাতা ১৫ জুন ২০২৪ ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শনিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 15.6.2024, Vol.18, Issue No. 6, 8 Pages, Price 3.00

অনুমতি পেলে সন্ত্রাস আক্রান্তদের নিয়ে রাজভবনে যেতে পারবেন শুভেন্দু

‘চুপ করে বসে থাকব না’, হুঁশিয়ারি ক্ষুব্ধ রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে ভোট পরবর্তী বিক্ষিপ্ত অশান্তি নিয়ে ফের কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যপাল। রাজভবনে শুভেন্দু অধিকারী এবং ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের বাধা দেওয়ার ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীকে কড়া চিঠি দিলেন রাজ্যপাল। সিভি আনন্দ বোস শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন, রাজভবন প্রয়োজনীয় অনুমতি দেওয়া সত্ত্বেও ভোট-পরবর্তী হিংসায় আক্রান্তদের কেন রাজভবনে প্রবেশ করতে বাধা দিয়েছে পুলিশ? পরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন ‘আমি স্তম্ভিত’।

এদিন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বড়বাজারের মাহেশ্বরী ভবনে গিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনায় আক্রান্ত এবং ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে দেখা করেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভোট-পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। যদিও তা রাজ্যের শাসকদল অস্বীকার করেছে। পাশাপাশি তাদের তিনি আশ্বস্তও করেছেন।

এদিন ঘরছাড়াদের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান সিভি আনন্দ বোস বলেন, ‘আমি স্তম্ভিত। আমি আক্রান্তদের কথা শুনলাম। এটি ঘটনার একটা দিক। আমি রাজ্যপাল পদে রয়েছি, তাই নিরপেক্ষ ভাবে থেকে মন্তব্য করতে হবে। রাজ্যের বক্তব্য কী, সেটাও শুনতে হবে। আমি রাজ্যের থেকে এই বিষয় রিপোর্ট চেয়েছি। তাদের আরও খানিকটা সময় দিচ্ছি। রাজ্যের বক্তব্য শোনার পরেই মন্তব্য করব।’ এই ঘটনায় তৃণমূলের তরফে রাজ্যপালকে কটাক্ষ শুনতে হয়েছে মাহেশ্বরী ভবনে যাওয়া নিয়ে। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘তিনি পার্টির কলিগদের দেখতে গিয়েছিলেন। মুখোশ খুলে রাজনীতিতে নেমেছেন।’ শুক্রবার তিনি ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে মাহেশ্বরী ভবনে যান। এই ভবন থেকেই বিজেপি কর্মী ও তাঁদের পরিবারকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আর তাঁদের নিয়ে বৃহস্পতিবার রাজভবনে দেখা করতে যাওয়ার পথে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পুলিশি বাধার মুখে পড়া নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে রাজ্যপাল বলেন, ‘এটা সংবিধান বিরোধী।’ এরপরই তিনি রাজ্য সরকারকে তোপ দাগেন। তিনি জানান, ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে সরকারের তরফে এখনও কোনও রিপোর্ট মেলেনি। কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে জানতে পারেননি। রাজ্যপালের আরও হুঁশিয়ারি, ‘আমি কিন্তু চুপ করে বসে থাকব না।’ এনিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখতে চলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

ভোটের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত ভাবে রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেই চলেছে। তৃণমূলের অত্যাচারে বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা পরিবার-সহ ঘরছাড়ত বাধ্য হয়েছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের কলকাতার মাহেশ্বরী ভবনে রাখা হলেও, সেখান থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার সেসব ঘরছাড়াদের নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী রাজভবনে দেখা করতে যাওয়ার পথে তাঁর গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। রাজ্যপালের অনুমতি থাকার পরও এভাবে তাঁদের আটকানো নিয়ে পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হন শুভেন্দু অধিকারী।

শুক্রবার একই সুরে শোনা গেল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের গলায়। তাঁর কথায়, ‘বসে কয়েকজন হিংসার বিষয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের দেখা করতে দেওয়া হল না। এটা সংবিধান বিরোধী। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কিছু খুনের ঘটনা ঘটেছে। আমি কিন্তু চুপ করে বসে থাকব না। তাছাড়া আজ আদালতও বলেছে, যদি কেউ রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে চায়, তা হলে তাঁকে আটকানো যাবে না। কেউ সেটা করলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। আশা করব, এটাই প্রথম আর শেষ। এরপর এমন ঘটনা ঘটবে না।’

এর পরই রাজ্যপাল মমতার সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বলেন, ‘সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কিছু জানতে চাইলে রাজ্য সরকারের সেটা জানানো কর্তব্য। কিন্তু এখানে সংবিধান মানা হচ্ছে না। সরকারের নিজের দায়িত্ব পালন করা উচিত। কিন্তু সরকার সেই দায়িত্ব পালন করতে না পারলে আইনও নিজের পথে চলবে। আমি রাজ্য সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই, সংবিধান সবার ওপরে।’ সিভি আনন্দ বোস আরও জানান, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখবেন। উত্তর দেওয়ার জন্য এক সপ্তাহের সময়ও বেঁধে দেন তিনি।

জেলেনস্কি, ম্যাক্রঁ এবং সুনকের সঙ্গে বৈঠক

মোদিতে মজল মেলোনির দেশ

আপুলিয়া, ১৪ জুন: জি৭ শীর্ষ সম্মেলনে গিয়ে শুক্রবার ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রঁ এবং ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ইতালিতে স্বাগত জানান ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বাণী রাও।

ইটালির আপুলিয়ার বিলাসবহুল বোরগো এগনাজিয়া রিসর্টে জি৭ শীর্ষ সম্মেলন হচ্ছে। জি৭ গোষ্ঠীর সদস্য না হলেও, আউটরিচ দেশ হিসাবে ভারতকে এই শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সম্মেলনে অংশ নেওয়ার আগে, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের উষ্ণ আলিঙ্গন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পোপ দ্বিতীয় ফ্রান্সিস এবং ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি-সহ আরও বেশ কয়েকজন রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে বৈঠকে বসেন। সম্মেলনের প্রথম দিন রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্ব নিয়ে মূলত আলোচনা হয়েছে। কিয়েভকে ৫০০০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেওয়ার মার্কিন প্রস্তাবে একমত জি৭-এর নেতারা। এরপর জেলেনস্কির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বসেন। বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র, রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, ‘শুক্রবার সারাদিন প্রধানমন্ত্রীর একগুচ্ছ কর্মসূচি রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনেতাদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মোদি। জি৭ শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনেও ভাষণ দেবেন।’ জি৭ শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ অধিবেশনে শক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগর বিষয়ে ভাষণ দেওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর।

এদিনই ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রঁর সঙ্গেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৈঠক করেন। এরপর রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, দুই নেতার মধ্যে প্রতিরক্ষা, পারমাণবিক শক্তি, শিক্ষা, মহাকাশ গবেষণা, ডিজিটাল পরিকাঠামো, প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলা, সংযোগ এবং সংস্কৃতি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দু’ দেশের অংশীদারিত্বকে আরও জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক বিষয়েও মতামত বিনিময় করেছেন তাঁরা।

এদিন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের সঙ্গেও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। গত সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত জি২০ শীর্ষ সম্মেলনে দুই নেতার আলোচিত বিষয়গুলি আর গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির এদিন পর্যালোচনা করেছেন দুই রাষ্ট্রনেতা। সেই সময় দু’ দেশের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সায় দিয়েছিলেন দুই রাষ্ট্রনেতাই হয়েছিলেন। এদিনও সেই বিষয়ে দু’জনের আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী সুনকের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির তখনই শেষবার দেখা হয়েছিল।

নিটের জটে সিবিআই দাবি

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস মামলায় সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে পিটিশন জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে। সর্বভারতীয় মেডিক্যাল পরীক্ষা নিটে কেলেঙ্কারির অভিযোগে এবার সিবিআই তদন্তের দাবি জানালেন পরীক্ষার্থীদের একাংশ। সেই প্রেক্ষিতেই মতামত জানতে চেয়ে এবার ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি ও সিবিআইকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট।

নিট পরীক্ষা পরিচালন পদ্ধতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে করা অভিযোগের ভিত্তিতে সাতটি মামলা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেই আবেদনের ওপর শুক্রবার শুনানি হয় সুপ্রিম কোর্টে। এর মধ্যে একটি হল নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস সংক্রান্ত অভিযোগে সিবিআই তদন্তের আর্জি। আর সে বিষয়েই মতামত জানতে চেয়ে এনটিএ ও সিবিআইকে নোটিস জারি করেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিক্রম নাথ ও বিচারপতি সন্দীপ মেহতার বেঞ্চ। জবাবের জন্য ৮ জুলাই পর্যন্ত তাদের সময় দেওয়া হয়েছে। মামলার পরবর্তী শুনানি ওই দিনই। ফলে পিছিয়ে গেল নিট সংক্রান্ত সব মামলা দিল্লি হাইকোর্টে পাঠানোর আবেদনের শুনানিও।

উল্লেখ্য, এ বছর নিট পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৬৭ জন। এরপর থেকে এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পাশাপাশি অনেককে গ্রেস মার্কস দেওয়ারও অভিযোগ উঠেছে। এই ইস্যুতে তোলপাড় গোটা দেশ। ২০২৪ সালের নিট পরীক্ষায় বিস্তর অভিযোগে পরীক্ষা বাতিল ও কাউন্সেলিং বন্ধের আর্জি জানিয়ে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলায় এর আগে প্রশ্নের মুখে পড়েছে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি।

বৃহস্পতিবার তারা জানায়, ভুল প্রশ্নের জন্য ১,৫৬৩ জন পরীক্ষার্থীকে গ্রেস মার্কস দেওয়া হয়েছিল, সেই বাড়তি গ্রেস মার্কস বাতিল করে দেওয়া হবে। ১,৫৬৩ জনকে ফের পরীক্ষা দিতে বলা হবে। আগামী ২৩ জুন আবারও তাদের পরীক্ষায় বসতে হবে, যার ফল ৩০ জুন বেরবে। যাতে সায় দেয় সুপ্রিম কোর্ট। তবে কেউ চাইলে এই পরীক্ষায় নাও বসতে পারেন। ফলে নিটে বেনিয়মের কথা কার্যত ঘুরিয়ে মেনে নেয় কেন্দ্র। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট এটাও স্পষ্ট করেছে যে, কাউন্সিলিংয়ে কোনও স্থগিতাদেশ নয়। সেইসঙ্গে পরীক্ষা বাতিল নয় বা সবার আবার পরীক্ষাও নয়। তারপরই পড়ুয়াদের একাংশ পুরো ঘটনায় সিবিআই তদন্তের আর্জি জানায়। তাদের দাবি, যারা গ্রেস মার্কস পেয়েছে তারা আবার পরীক্ষা দিলেও এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্তদের শাস্তি হওয়া উচিত। উল্লেখ্য, নিটে ৭২০ নম্বরের মধ্যে ৪ নম্বরের ১৮০টি প্রশ্ন থাকে। এবার নিটে বসেছিলেন ২৪ লক্ষ পরীক্ষার্থী। রেজাল্ট বেরনোর পর দেখা যায় ৭২০ মধ্যে ফুল মার্কস পেয়েছে প্রথম স্থানে রয়েছে মোট ৬৭ জন। আবার কারও কারও নম্বর ৭১৮ কিংবা ৭১৯। যা নিয়েই সন্দেহ হয়। কারণ কেউ কোনও প্রশ্নের উত্তর না করলে সে ৪ নম্বর কম পাবে। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে মার্কস হওয়া উচিত ৭১৬। আবার কারও প্রশ্নের উত্তর হলে নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে ৫ নম্বর। সেক্ষেত্রে ৭১৫ নম্বর পাওয়ার কথা। ৭১৮ বা ৭১৯ কী করে হয়! সবমিলিয়ে সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটের ফল নিয়ে দেশজুড়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন পরীক্ষার্থীরা। নিট পরীক্ষায় দুর্নীতি, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার অভিযোগ তুলে ফের নিট নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। দিল্লিতে শিক্ষা মন্ত্রকের সামনে বিক্ষোভ দেখান। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির অফিসের সামনেও বিক্ষোভ হয়।

শুক্রবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার অ্যাক্রোপলিস মলে আগুনের ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

বিধ্বস্ত সিকিমে জটিল পরিস্থিতি

গ্যাংটক, ১৪ জুন: লাগাতার প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিবেশী সিকিম বিশেষ করে উত্তর সিকিমে ক্রমশই জটিল হচ্ছে পরিস্থিতি। প্রবল বৃষ্টিতে তিস্তার জলস্তর বেড়ে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের কালিম্পং জেলার একাংশও। জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে তিস্তাবাজার এলাকার দেওগ্রামের রাস্তা। নদীর পারে অবস্থিত বহুতলগুলির বেশিরভাগই এখন জলের তলায়। এই পরিস্থিতিতে গত দু’দিন ধরে আতঙ্কের প্রহর গুনছেন দেওগ্রামের বাসিন্দারা।

রাজ্য সরকার সূত্রে, বিপর্যয়ের জেরে সিকিমে এখনও ১২০০ পর্যটক আটকে রয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১৫ জন বিদেশি। তাঁদের মধ্যে বাংলাদেশের ১০ জন, তিন জন নেপাল ও দু’জন তাইল্যান্ডের বাসিন্দা। তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করা নিয়ে আপাতত চিন্তায় প্রশাসন। জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, আবহাওয়া ভালো হলে আটকে পড়া পর্যটকদের বিমানে উদ্ধার করার জন্য ইতিমধ্যেই সিকিমের মুখ্যসচিব কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন। সড়কপথেও কী ভাবে পর্যটকদের উদ্ধার করা সম্ভব, তা-ও দেখা হচ্ছে। মঙ্গন ও চুংথাংয়ের সংযোগকারী বেইলি সেতু ভেঙে গিয়েছে। ধসের জেরে অনেক রাস্তা বন্ধ। বাড়িঘর লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছে। ভেঙেছে বিদ্যুতের খুঁটি। এই পরিস্থিতিতে প্রথমে ত্রাণ নিয়ে পৌঁছতে সমস্যা হলেও, পরে ঠিক হয়।

সিকিমে এখনও ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। উত্তর সিকিমে লাল সতর্কতা জারি রয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতের দিকে বৃষ্টি কিছুটা থামলে তিস্তার জলস্তর নামে। কিন্তু শুক্রবার সকাল থেকে ফের টানা বৃষ্টি শুরু হতেই ফুলেফেঁপে উঠেছে তিস্তা। তবে পরিস্থিতি এখনও বিপদসীমার মধ্যেই রয়েছে। ফলে আগে থেকেই তিস্তাপারের বাসিন্দাদের নিরাপদ জায়গায় স্থানান্তরিত করার কাজ শুরু হয়েছে। আবার অনেক পরিবার বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র সরে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।

জালে ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তিতে নদিয়ায় তল্লাশি চালাল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। সেখান থেকে দু’জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সিআইডি সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে একজন ওই ঘটনার ‘মাস্টারমাইন্ড’। তাঁরই পরিকল্পনায় হয়েছিল ওই দুর্নীতি। অভিযুক্তের কাছ থেকে ১১টি মোবাইল ফোন এবং একাধিক ব্যাঙ্কের পাশবইও উদ্ধার করা হয়েছে।

প্রার্থী ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার সকালে তৃণমূলের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেল চার বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। মানিকতলার প্রার্থী হিসাবে প্রয়াত সাধন পাণ্ডের স্ত্রী সুপ্তিকেই প্রার্থী করা হয়েছে। বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, রায়গঞ্জে প্রার্থী হচ্ছেন এই বিধানসভা কেন্দ্রেরই প্রাক্তন বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী। আর বাগদা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর।

এদিকে, কলকাতার মানিকতলা ও নদিয়ার রানাঘাট দক্ষিণে সিপিএম লড়াই করবে। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদায় লড়বে ফরওয়ার্ড ব্লক। মানিকতলায় প্রার্থী করা হয়েছে রাজীব মজুমদারকে। রানাঘাট দক্ষিণের প্রার্থী তরুণ মুখ অরিন্দম বিশ্বাস। বাগদায় ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী করেছে গৌরাদিত্য বিশ্বাসকে।

স্বস্তির বার্তায় বর্ষার পূর্বাভাস আলিপুরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা কবে আসছে, শুক্রবার জানিয়ে দিল আবহাওয়া দপ্তর। শুক্রবার মৌসম ভবনের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বর্ষা আসতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। এমনকি, শনিবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহ বন্ধ হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন আবহবিদরা।

আবহবিদরা জানিয়েছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু আগামী চার-পাঁচ দিনের মধ্যে ওড়িশা, অন্ধ্র উপকূল, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ এবং বিহারের কিছু অংশে অগ্রসর হতে পারে। ফলে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বাকি জায়গায় বর্ষা ঢোকার পরিবেশ তৈরি রয়েছে। তবে আগেই প্রাক্ -বর্ষার বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গবাসীকে স্বস্তি দিতে পারে বলে জানা গিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস সূত্রে। ইতিমধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাক্ -বর্ষার জেরে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হয়েছে। শুক্রবারও দক্ষিণের একাধিক এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে।

প্রসঙ্গত, আসন্ন আষাঢ়েও দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার দেখা নেই। গত কয়েক দিন ধরেই ভ্যাপসা গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলির। একাধিক জেলায় চলছে তাপপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে হাওয়া অফিস জানিয়েছে, শনিবার থেকেই দক্ষিণের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহ বন্ধ হবে এবং চার-পাঁচ দিনের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ।

যদিও উত্তরবঙ্গে বর্ষা ঢুকে গিয়েছে জুনের প্রথম সপ্তাহেই। গত কয়েক দিন প্রবল বৃষ্টি চলছে উত্তরের জেলাগুলিতে। সেখানে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। টানা বৃষ্টিতে ধস নেমেছে পাহাড়ে। সিকিমে আটকে পড়েছেন বহু পর্যটক। তিস্তার জলস্তর বাড়ছে। এর মাঝে শুক্রবারও আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং কালিম্পঙে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এই তিন জেলায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এ ছাড়া দার্জিলিং এবং কোচবিহারেও ভারী বৃষ্টির আভাস রয়েছে। উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি চলবে আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গের জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছে হাওয়া অফিস।

হাওয়া অফিস জানিয়েছে, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ থেকে পূর্ব মেঘালয় পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত রয়েছে। যা উত্তর বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের হিমালয়ঘেষা জেলাগুলির ওপর দিয়ে গিয়েছে। যার জেরেই উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে।

এডিডিএ-র নতুন চেয়ারম্যান পদে কবি দত্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এডিডিএ)-এর চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তার জায়গায় নিয়ে আসা হল কবি দত্তকে। এই কবি দত্ত এডিডিএ-এর ভাইস চেয়ারম্যান পদে ছিলেন। গত ২০২১-এর মে ম্যাসে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসানসোল-দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (এডিডিএ)-এর চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়। রানিগঞ্জের বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে চেয়ারম্যান, প্রাক্তন কুলটি বিধায়ক উজ্জ্বল চ্যাটার্জীকে ভাইস চেয়ারম্যান করা হয়। এরপর ২০২২-এর জুলাইয়ে আসানসোল দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের -এর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হন দুর্গাপুর চেম্বার অফ কমার্সের প্রধান কবি দত্ত।

কবি দত্ত

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গত, রাজ্যের অন্যতম বৃহৎ পুর এলাকা আসানসোল। শিল্পাঞ্চল ও খনিঅঞ্চল হওয়ায় আর্থিক প্রাচুর্য রয়েছে। ১৪ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই শহরের বাসিন্দা। পুরসভা সূত্রে দাবি, প্রতি মাসেই দেড়শো থেকে দু'শো বিল্ডিং প্ল্যান পাশের আবেদন আসে। যার মধ্যে বেশিরভাগই বহুতল। যার ভ্যালুয়েশন কোটি কোটি টাকা। সেই কারণেই ঘুঘুর বাসা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। তার জেরেই পুরসভায় অনৈতিক কাজকর্ম বেড়েছে। এই অসাধু চক্রকে এবার কীভবে প্রতিরোধ করে পুর ও এডিডিএ কর্তৃপক্ষ সেটাই দেখার জন্য যখন অপেক্ষায় আমজনতা ঠিক তখনই পদ থেকে সরানো হল তাপসবাবুকে।

অরেঞ্জ লাইনে নিকো পার্ক মেট্রোর ট্রায়াল রান শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: অরেঞ্জ লাইনে নিকো পার্ক (নলবন) মেট্রো স্টেশনের উভয় প্রান্তে সংযুক্ত করতে মেট্রো নন-কনকোর্স স্ল্যাবে ভায়াডাক্ট নির্মাণের ক্ষেত্রে ট্রাফিক ব্লকের জন্য প্রয়োজনীয় ট্রায়াল রান শুরু হয়েছে। বিধান নগর পুলিশ কমিশনারেট থেকে অনুমতি পাওয়ার পর এই ট্রায়াল রান নেওয়া হয় বলেই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে। এই নন-কনকোর্স স্ল্যাব ভায়াডাক্টকে স্টেশনের সঙ্গে সংযুক্ত করবে।

নিকো পার্কের ব্যস্ত রাস্তার সমস্ত প্যারামিটার চেক করার জন্য এই ট্রায়াল রান পরিচালিত হচ্ছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে ট্রায়াল রানের জন্য এনওসি অনুমোদনের জন্য বেশ কয়েকটি চিঠি লেখার পরে, গত ৮ জুনট্রায়াল রানের জন্য এনওসি মেলে।

এই ট্রাফিক ব্লকের সময়, পথচারীদের পাশাপাশি অন্যান্য যাত্রীদের সুবিধার্থে সঠিক দৃশ্যমানতার জন্য গার্ড রেলে রোপ লাইট দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া সঠিক আলোকসজ্জার জন্য ব্যারিকেড দেওয়া এলাকায় হ্যালোজেন লাইটও দেওয়া হয়েছে। যাত্রী ও চালকদের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সচেতন করতে উভয় প্রান্তে সাইনেজ বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। কলকাতা মেট্রো সূত্রে এও জানানো হয়েছে যে, ব্লকের সময় মসৃণ ট্রাফিক প্রবাহের জন্য আরভিএনএল বিমানবন্দর-প্রান্তের দিকে রাস্তাটি প্রশস্ত করেছে।

সমস্ত পরামিতি পরীক্ষা করার লক্ষ্যে, ৯ জুন থেকে ১৫ জুন পর্যন্তকমপক্ষে সাত দিনের জন্য ট্রায়াল চালানো হয়। এই রানের প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী পদক্ষেপের কথা ভাবা হবে বলেই জানানো হয়েছে কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে।

খাদ্য দফতরের নিয়োগ পরীক্ষায় দুর্নীতিতে ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন: গত ১৬ ও ১৭ মার্চ ছিল খাদ্য দফতরের সাব ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে সিআইডি। এই ঘটনায় নদিয়ায় তল্লাশি চালিয়ে দুই জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম শংকর বিশ্বাস এবং পাপাই দাস। প্রাথমিকভাবে গোয়েন্দাদের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে 'মাস্টারমাইন্ড' শংকর বিশ্বাস। তার কাছ থেকে ১১টি মোবাইল ফোন এবং ব্যাঙ্কের একাধিক পাসবই উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সম্প্রতি রাজ্যের ফুড এসআই নিয়োগের এই পরীক্ষায় অভিযোগ ওঠে যে, পরীক্ষার হলে এসএমএস-এর মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের উত্তর পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় হাইকোর্টে মামলা দায়ের হতেই সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এরপরেই তদন্তে নামে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। এই ঘটনায় কলকাতার সার্ভে পার্ক থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরপরই এই অভিযোগের ভিত্তিতে তল্লাশি চালিয়ে কল্যাণীর শংকর বিশ্বাস এবং ধুবুলিয়ার পাপাই দাসকে গ্রেফতার করে রাজ্যের গোয়েন্দা দফতর।

ধৃত শংকর সিজিও কমপ্লেক্সে প্রিন্সিপ্যাল অ্যাকাউন্ট জেনারেলের সিনিয়র অডিটর হিসেবে কর্মরত ছিল। রাজ্য গোয়েন্দা দফতর সূত্রে খবর, এই দুই জনকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানানো হবে আদালতে। এদিকে ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মোবাইলও। ওই উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় কিনা তা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা।

প্রসঙ্গত, খাদ্য দফতরে পিএসসির মাধ্যমে ৪৮০টি শূন্যপদে সাব ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগের জন্য গত বছর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়। ২০২৩ সালের অগাস্ট মাস থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয় এবং ২০ সেপ্টেম্বর তা শেষ হয়। কিন্তু, এরই মধ্যে পরীক্ষায় অস্বচ্ছতার অভিযোগে শোরগোল পড়ে যায়। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় দায়ের হয়েছিল অভিযোগ। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। এই মামলার প্রেক্ষিতেই বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এডিজি সিআইডিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এখনও পর্যন্ত প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে রাজ্যে যতগুলি এফআইআর হয়েছে সেগুলিকে একসঙ্গে নিয়ে তদন্ত করতে হবে। অন্যদিকে চাকরিপ্রার্থীরা পিএসসি ভবনের সামনে এই নিয়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। রাজ্যের প্রায় ১২ লাখ পরীক্ষার্থী যাঁরা এই পরীক্ষায় বসেন।

বেঙ্গালুরু মেট্রোর ইয়েলো লাইনের ট্রেনসেট উৎপাদন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন: টিটাগড় রেল সিস্টেমস লিমিটেড (টিআরএসএল), বিশিষ্ট ভারতীয় রোলিং স্টক প্রস্তুতকারক ব্যাঙ্গালোর মেট্রো রেল কর্পোরেশন লিমিটেডের (বিএমআরসিএল) ফেজ ২ ইয়েলো লাইন প্রকল্পের জন্য চায়না রেলওয়ে রোলিং স্টক কর্পোরেশন (সিআরআরসি) এর সাথে একটি চুক্তির অংশ হিসাবে ট্রেনসেটগুলির উৎপাদন শুরু করেছে। এটি ভারতের শহুরে পরিবহন পরিকাঠামোতে টিটাগড়ের চলমান অবদানের একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে।

বিএমআরসিএল-এর সাথে চুক্তির অধীনে, টিটাগড় ইয়েলো লাইনের জন্য প্রয়োজনীয় ৩৬টি ট্রেনসেটের মধ্যে ৩৪টি উৎপাদন করেছে। চিনে ১২টি কোচ সমন্বিত মাত্র দুটি ট্রেনসেট তৈরি করা হবে। প্রকল্পের নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য, টিটাগড় তার সুবিধায় একটি ডেডিকেটেড স্টেইনলেস স্টিল উৎপাদন লাইন স্থাপন করেছে। ১৮ মে, ২০২৪--এ এর উৎপাদন শুরু হয় এবং প্রথম ট্রেনসেটটি গাস্ট ২০২৪-এ ডেলিভারি করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

গুলিবিদ্ধ যুব তৃণমূল কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আবারও যুব তৃণমূল কর্মীর ওপর দুষ্কৃতী হামলা। ভরসন্ধ্যেয় বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতী এসে আলকাব মালি নামে বছর ৪০ এর ওই তৃণমূল কর্মীকে গুলি চালিয়ে চলে যায়। আহত তৃণমূল কর্মীকে বসিরহাট জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে বসিরহাট দক্ষিন বিধানসভার পিফা'র বাঁশতলা এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্রকরে এলাকায় ব্যপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সন্ধ্যায় বাঁশতলা এলাকায় একটি দোকানে জেরক্স করতে দিয়েছিলো ওই যুব তৃণমূল কর্মী। সেই সময় বাইকে চেপে দুই দুষ্কৃতি সেখানে আসে। বাইক থামিয়ে একজন পায়ে হেঁটে ওই দোকানের ভেতরে গিয়ে গুলি করে। গুলি আলকাবের পিঠে লাগে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে সে। এরপর ওই দুষ্কৃতি আবার বাইকে চড়ে পালাতে গিয়ে তিনটি বোমা পড়ে ফেটে যায়। আর কয়েকটি বোমা না ফাঁটায় সেগুলি ফেলেই দুজন পালিয়ে যায়। এরপরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বসিরহাট হাসপাতালে নিয়ে যায়। আপাতত সেখানেই চিকিৎসাধীন আলকাব। ঘটনার পরপরই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বসিরহাট পুলিশ জেলার বিশাল পুলিশ বাহিনী। জানাগেছে ওই তৃণমূল কর্মী পিফা এলাকারই বাসিন্দা।

বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি জানান, আলকাব মালিকে কলকাতার আরজিকর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে। ছররা গুলির কারনে তার শিরদাঁড়ার আশেপাশে প্রচুর ছোট ছোট গুলি রয়েছে। সেগুলো অস্ত্রোপচার করে বের করতে হবে। দুষ্কৃতী কারা এখনও সনাক্ত করা যায়নি। তবে এটি বিরোধী দলের পরিকল্পিত চক্রান্তও হতে পারে। পুলিশ তদন্ত করে আসল তথ্যা বের করুক।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ব্যারাকপুরে পথে রূপান্তরকামীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'আমার শরীর, আমার মন, আমি করবো নিয়ন্ত্রন।' এই স্লোগানকে সামনে রেখে শুক্রবার সন্ধেয় ব্যারাকপুরে বর্ণাঢ্য পদযাত্রা করলো রূপান্তরকামীরা। বৈষম্যের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে ব্যারাকপুর প্রাইড সংগঠনের তরফে এদিন পদযাত্রা করলো রূপান্তরকামীরা। ব্যারাকপুর স্টেশনের কাছ থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে এস এন ব্যানার্জি রোড ধরে চিড়িয়ামোড় পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে বিটি রোড ধরে সেই পদযাত্রা খড়দা থানার সামনে শেষ হয়। পদযাত্রায় যোগ দিয়ে ব্যারাকপুর প্রাইড সংগঠনের সক্রিয় সদস্য অনুরাগ মৈত্রেয়ী বলেন, এটা ট্রান্সজেন্ডারদের গৌরবের মাস। অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে তারা সামিল হয়েছেন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, শ্রেণী নির্বিশেষে তারা সমস্ত বৈষম্যের বিরুদ্ধে ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিতে চান। কিন্তু তারা সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন। অনুরাগের সংযোজন, ভালোবাসা আর বৈষম্যহীনতা তাদের শেষ কথা।

১৬ জুন থেকে বন্ধ থাকবে রাজ্যের সব ন্যাশনাল পার্ক: আগামী রবিবার ১৬ জুন থেকে রাজ্যের সব ন্যাশনাল পার্ক ও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি তিন মাসের জন্য বন্ধ থাকবে। সেপ্টেম্বর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে অভয়ারণ্যগুলি। এই সময়ে পর্যটকদের বনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এইসময় জঙ্গল সাফারি ও হাতি সাফারিও বন্ধ থাকবে বলে বন দফতর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে। উল্লেখ্য প্রতি বছরই বর্ষাকালে রাজ্যের ন্যাশনাল পার্ক ও ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারিগুলি বন্ধ রাখা হয়। মূলত অঙ্কুরোদগম, বন্যপ্রাণের মিলন ও বংশবৃদ্ধির সময় হিসাবে বর্ষাকালে বনাঞ্চলে মানুষের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে বনদফতর।

পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ডে সম্পর্ক নিবিড় করতে অভিনব প্রচারে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহানগরের ভোট না দেওয়া বহুতলের ভোটারদের সঙ্গে আরও 'নিবিড়-সম্পর্ক' গড়তে অভিনব প্রচার অভিযানে নামছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিশেষ করে কলকাতার যে সমস্ত ওয়ার্ডে তৃণমূল পিছিয়ে পড়েছে, সেখানকার পাশাপাশি জয়ী ওয়ার্ডের হারা বুথেও জনসংযোগে নয়া কর্মসূচি নিচ্ছেন শাসকদলের কাউন্সিলররা। বিধানসভা নির্বাচনের আগে পরাজিত সমস্ত বুথের সম্পন্ন পরিবারের সদস্যদের মস্তিষ্কে 'দলের বক্তব্য' ঢুকিয়ে দিয়ে হারের কলঙ্ক মোছার কাজ শুরু হচ্ছে তৃণমূলের তরফ থেকে। এক্ষেত্রে বহুতলে 'পারিবারিক মিটিং', 'ইওর কাউন্সিলর ইওর ডোরস্টেপ', 'দুয়ারে কাউন্সিলর' থেকে শুরু করে আবাসনের বাসিন্দাদের তরফে প্রতিনিধি নিয়ে সমন্বয় গড়ার পরিকল্পনা চূড়ান্ত হচ্ছে। সমস্ত পরিকল্পনার নেপথ্যে কাউন্সিলরদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর 'ভোট না দেওয়া বাসিন্দাদের মন জয় করার জন্য কাজ'-এর বার্তা।

এদিকে তৃণমূলের অন্দরের খবর, ৮৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমারের মতো অনেক পুরপ্রতিনিধি শুধু বহুতলের ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে নয়, সম্পন্ন পরিবারের প্রতিটি সদস্যর কাছে পৌঁছতে বিশেষ পরিকল্পনা করছেন। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৯ সালে কলকাতায় যে সংখ্যায় অবাঙালিরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, তার একাংশ এবছর তৃণমূলকে সমর্থন করেছে। বস্তুত সেই কারণে ভবানীপুর, রাসবিহারী, বালিগঞ্জ, টালিগঞ্জের অধিকাংশ ওয়ার্ডে তৃণমূলের পিছিয়ে থাকার ব্যবধান গতবছরের তুলনায় অনেকটাই কম। ভবানীপুরের ৭০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অসীম বসু বৃহস্পতিবার রাতেই চক্রবেড়িয়ার 'ইন্দ্রপ্রস্থ' আবাসনে গিয়ে আবাসিকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে ঘরোয়া বৈঠকে বসেন। আর অসীমবাবুর এই পদক্ষেপে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'কাউন্সিলর নন, উনি আমাদের বৃহত্তর পরিবারের সদস্য, তাই এটাকে ভোটের পর 'পারিবারিক মিটিং' বলতে পারেন।' মূলত অবাঙালিদের বাস এই এলাকার আবাসনেই নির্বাচনী ফল প্রকাশের পর বাইরে থেকে রাতের অন্ধকারে কে বা কারা বোতল ছুড়েছিল। অভিযোগ, ওই আবাসনের অধিকাংশ বাসিন্দা নাকি বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন। এদিনের বৈঠকে অসীম বলেন, 'শুধু শুধু আপনারা ভোট নষ্ট করলেন। যাঁকে ভোট দিলেন তাঁকে তো চেনেন না, আর কোনওদিন এখানে আসবেনও না। সেই তো জিতলেন মালা রায়, মার্জিনও বাড়ল তৃণমূলের। তবে আপনাদের পাশে আগেও আমরা ছিলাম, এখনও থাকব।' অসীমের এমন কথায় অবাঙালিরা যে অনেকেই মুগ্ধ, তার প্রমাণ গতবারের ৪৭০০ ভোটের ব্যবধান কমে ৩৬০০ ভোটে পৌঁছেছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২০২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৪ নং এফিডেভিট বলে Surajit Basu S/o. Madhusudan Bose ও Surojit Basu S/o. M. Basu সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৩/০৬/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে ২৯৩৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Joydev Koley (old name) S/o. Madhusudan Koley R/o. Sripally Natun Para, Chandannagar, Hooghly-712136, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Joydeb Koley (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Joydev Koley & Joydeb Koley S/o. Madhusudan Koley উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার পুত্র Satyarup Koley.

নাম-পদবী

L.I.C এর 427277879 পলিসিতে আমি মোঃ মহাপুল সর্দার নমিনী আছি, যেখানে আমার পিসিমার পরিচয় হানুফা খাতুন স্বামী- ফজু সেখ আছে। এছাড়া মৃত্যু সার্টিফিকেটে পিসিমার পরিচয় হানুফা বিবি স্বামী নিরু সর্দার আছে বাবার নামের জায়গায় ভুলবশতঃ।

জেলা-হুগলী,
মোকাম চন্দননগর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং-৪৩ / ২০২৩(সাকসেশন)
দরখাস্তকারিগন ঃ- ১. শ্রীমতী রেখা দেবী প্রসাদ, স্বামী- ৺ হিরালাল প্রসাদ, ২. সতীশ প্রসাদ, ৩. নেহা প্রসাদ, ৪. কৃষ্ণা প্রসাদ, ৫. বিষ্ণু প্রসাদ
সিরিয়াল নং. ২, ৩, ৪ ও ৫ সকলের পিতা ৺ হিরালাল প্রসাদ। সিরিয়াল নং. ২ নাবালক পুত্র এর পক্ষে তাঁহার স্বাভাবিক মাতা ও গার্জেন বা অভিভাবক শ্রীমতী রেখা দেবী প্রসাদ (দরখাস্তকারিনী সিরিয়াল নং-১) সকলের সাং- ৪৬ বি.এম.এম. লেন, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন- ৭১২২২২

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারিনী সিরিয়াল নং. ১ এর স্বামী ও দরখাস্তকারি সিরিয়াল নং. ২, ৩, ৪ ও ৫ এর পিতা ৺হিরালাল প্রসাদ, পিতা- ৺ ভগবান প্রসাদ বিগত ইংরাজীর ১৫/ ১১/ ২০২১ তারিখে সাং- ৪৬ বি.এম.এম. লেন, চাঁপদানী, পোঃ- বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা-হুগলী, পিন-৭১২২২২ ঠিকানায় পরলোকগমন করিয়াছেন। নর্থ ব্রুক জুট কোম্পানি লিমিটেড এ্যাট ১ জি.টি. রোড চাঁপদানী, পোঃ-বৈদ্যবাটি, থানা-ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী, পিন-৭১২২২২ কর্তৃক দরখাস্তকারি সিরিয়াল নং-১ এর স্বামী ও দরখাস্তকারি সিরিয়াল নং ২, ৩, ৪ ও ৫ এর পিতার জীবদ্দশায় তাঁহার ত্যক্ত উক্ত জুটমিলের পেনশন (ই.পি.এস.) আন্ডার দ্যা স্কীম অফ ই পি এফ ও বাবদ ৭২,৫০০ /- (বাহাত্তর হাজার পাঁচ শত) টাকা গচ্ছিত রহিয়াছে। যাহার (এল.বি. নং-এইচ এস / ৩২০৯, এবং সি. নং. ০৪ / ১৪৭৭)। তাহা সুদসহ পাইবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারিগন অত্র আদালতে সাকসেশন সার্টিফিকেট গ্রহন করিবার মর্মে দরখাস্ত করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া জানাইবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

আদালতের আদেশানুসারে
DEO KUMAR PRASAD এ্যাডভোকেট চন্দননগর আদালত
সৌমেন ঘোষাল সেরেস্তাদার ২৭.০৫.২০২৪

নাম পরিবর্তন

আমি আলাউদ্দিন মণ্ডল পিতা মৃত আবুতালেব মণ্ডল ঠিকানা পাম্প হাউস, গ্রামঃ পাল্লাদহ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জিলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-743145 ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 3rd Court Barrackpore, Dist - North 24 Parganas এর এফিডেভিট দ্বারা মহ আলাউদ্দিন মণ্ডল নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 93AB 117773 dated 28.02.2024. আলাউদ্দিন মণ্ডল এবং মহ আলাউদ্দিন মণ্ডল একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১) পিনাকী বোস, পিতা- ৺ প্রভাত রঞ্জন বোস, ঠিকানা- মেয়ারবেড়, চুঁচুড়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১০১। ২) অভিজিৎ দাস, পিতা-৺ যতীন দাস, ঠিকানা-কারবালা, বিবেকানন্দপল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী, পিন-৭১২১০৩। ৩) পূর্ণিমা খাঁড়া, পিতা- সিদ্ধেশ্বর খাঁড়া, ঠিকানা- সেখ পুকুর, পাণ্ডুয়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯। ৪) রাজু কীতনীয়া, পিতা- নরেন্দ্রনাথ কীতনীয়া, ঠিকানা- বিধানপল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩। ৫) অভিজিৎ সামন্ত, পিতা- জগন্নাথ সামন্ত, ঠিকানা- চাউলপট্টি তারকেশ্বর, হুগলী, পিন নং- ৭১২৪১০। ৬) সেখ মহঃ আলতাব, পিতা- সেখ জাহাঙ্গীর, ঠিকানা- উর্দিবাজার খানসামাপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৬। ৭) প্রদীপ রায়, পিতা- পঙ্কজ রায়, ঠিকানা- ৩৩/১ সরকার পুকুর লেন, প্রদীপপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, পিন নং- ৭১২১২৫। ৮) সুবীর রায়, পিতা- ৺সুনীল রায়, ঠিকানা- রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৩। ৯) গৌতম কুমার দে, পিতা- ৺ প্রদ্যুৎ কুমার দে, ঠিকানা- ব্রহ্মামাতা বোড়ো চাঁপাতলা, চন্দননগর, হুগলী, পিন নং- ৭১২১৩৬। ১০) গোকুল চন্দ্র কর্মকার, পিতা- ৺ দুলাল কর্মকার, ঠিকানা- আমড়াগাছিয়া জেজুর, হরিপাল, হুগলী, পিন- ৭১২৪০৫। ১১) সুবীর সরকার, পিতা- অধীর সরকার, ঠিকানা- ২ নং রবীন্দ্রনগর, চুঁচুড়া, হুগলী, পিন নং- ৭১২১০৬ ।

এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমরা চুঁচুড়া পরিবহন দফতরে শিক্ষানবীশ ল'ক্লার্কস হিসাবে ৫ বৎসরের অধিককাল যাবৎ ল'ক্লার্কস এর কাজ করিয়া আসিতেছি। আমরা ল'ক্লার্কস লাইসেন্স ও এনরোলমেন্ট চাহিয়া মাননীয় চেয়ারম্যান, ওয়েস্টবেঙ্গল ল' ক্লার্ক স্টেট কাউন্সিল, শিয়ালদহ আদালত ভবন ৭ম তল, কোলকাতা-১৪ এর নিকট আবেদন করিয়াছি। ঐ ব্যাপারে যদি কাহারো কোনও আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে ঐ ঠিকানায় আপত্তি জানাইবেন।

॥ বিজ্ঞপ্তি॥

ইন দি কোর্ট অফ লার্নেড ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী এ্যাট চন্দননগর।
রেফাঃ- এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং- ৬০/২০২২
দরখাস্তকারীনি : শ্রীমতী শ্রুতি দত্ত।

এতদ্বারা সর্ব সাধারনকে এই মর্ম্মে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল শ্রীমতী শ্রুতি দত্ত, স্বামী সুরজিত দত্ত, সাং-২৭/৫২৩, তোলাফটক মনসাতলা, পোঃ ও থানা-চুঁচুড়া, জেলা-হুগলী, পিন - ৭১২১০১ মহাশয়ার পিসিমা অরুণা মুখোপাধ্যায়, পিতা- মৃত সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী, ঠিকানা- ফ্ল্যাট নং সি/ ৪, অনুরাগ এ্যাপার্টমেন্ট, রু-ডি-কারদারি রোড, বড় বাজার, পোঃ ও থানা চন্দননগর, জেলা- হুগলী, পিন- ৭১২১৩৬ মহাশয়া তাঁহার খরিদা অনুরাগ এ্যাপার্টমেন্ট, এর ফোর্থ ফ্লোরে সি/ ৪ নং ফ্ল্যাট খানি যাহার আর. এস. দাগ নং ৫৭৬, ৫৭৬/৮৫৫, আর. এস. খতিয়ান ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২ যাহার এল. আর. দাগ নং - ৯০৬ ও ৯০৭ এবং এল. আর. খতিয়ান ১৮০৫, ১৮০৬ ও ১৮০৭, মৌজা- চন্দননগর, সীট নং ১৫, থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী যাহা চন্দননগর পৌরনিগমের ১২নং ওয়ার্ডের রু-ডি-কারদারি রোড, বড় বাজারস্থিত ৩১২/এ, ১০২৬ (পুরাতন), ১২৮৮ (নতুন) হোল্ডিং ভুক্ত হইতেছে যাহার পরিমাণ ৬৩৪ বর্গফুট সুপার বিল্ড আপ এরিয়া সহ। উক্ত অনুরাগ এ্যাপার্টমেন্টের সি/৪ ফ্ল্যাট খানি আমার মক্কেলের পিসিমা অরুনা মুখোপাধ্যায় মহাশয়া আমার মক্কেলের নাম বরাবর গত ইংরাজীর ৬ই এপ্রিল ২০২২ তারিখে ডি. এস. আর.-II, হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত যাহার বুক নং ৩, ভল্যুম নং- ০৬০১-২০২২, পেজ নং ৪১৪ হইতে ৪২২, বিং নং- ০৬০১০০০৩৫ উইল রেজিস্ট্রী করিয়া যান। পরবর্তীতে মক্কেলের পিসিমা গত ইংরাজী ১৯/০৪/২০২২ তারিখে পরলোকগমণ করায় এবং আমার মক্কেলকেই উইলের এক্সিকিউটার নিযুক্ত করিয়া যাওয়ায় আমার মক্কেল অত্র উইলের প্রবেট পাইবার নিমিত্তে অত্র আদালতে অত্র মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিষয়ে যদি কাহারো কোনরূপ অপত্তি থাকে তবে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্তীয় উকিলবাবু মারফত আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় মক্কেলের অনুকূলে একতরফা শুনানি হইবে।

সুমিত কুমার অধিকারী
দরখাস্তকারিনীর পক্ষে নিযুক্তীয় উকিলবাবু

আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমেন ঘোষাল
সেরেস্তাদার,
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,
চন্দননগর,০৫.০৬.২০২৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৫ই জুন, ৩২ শে জ্যৈষ্ঠ, শনি বার। নবমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী মঙ্গল র দশা বিংশোত্তোরী রবি র মহাদশা, মৃতে ত্রীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ শনি। প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রাপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : অশুভ শনি ।আর্থিক সহযোগিতা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৫ জুন ২০২৪ ৩২ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ শনিবার

ফুডকোর্ট থেকে অ্যাক্রোপলিস মলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

মলের ফায়ার অ্যালার্ম বাজলেও এমার্জেন্সি গেটে আবর্জনার স্তূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম ঝাঁ চকচকে শপিং মল অ্যাক্রোপলিস। নামী ব্র্যান্ডের শোরুম, রেস্তোরাঁ তো আছেই, বহুতলের উপরের দিকে রয়েছে একাধিক অফিস। চারতলা পর্যন্ত রয়েছে শপিং মল, আর তার উপরে একাধিক অফিসে কাজ করেন বহু কর্মী। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ এই অ্যাক্রোপলিস মলেই আগুন লাগে। এই মলের ওপরে রয়েছে বড় ফুড কোর্ট। সেই ফুড কোর্টেই আগুন লাগে বলে জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। ক্রমে আগুন ছড়িয়ে পড়ে মলের ভিতরে। দিনের ব্যস্ততম সময়ে বহুতল এই বিল্ডিং-এ প্রচুর কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সেই সঙ্গে শপিং মলে ক্রেতাদের ভিড়ও বাড়তে শুরু করেছিল। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার অ্যালার্ম বাজতে শুরু করে। দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে শুরু করেন কর্মী থেকে ক্রেতা সবাই। ফলে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায়।

–নিজস্ব চিত্র

সকালে আগুন লাগার পরই দমকলে খবর দেয় শপিং মল কর্তৃপক্ষ। একে একে দমলকের ইঞ্জিন যায় ঘটনাস্থলে। খবর যায় দমকল মন্ত্রী সুজিত বসুর কাছেও। এদিকে জনবহুল রাস্তার একেবারে পাশেই এই অ্যাক্রোপলিস মল হওয়ায় ব্যস্ত সময়ে আগুন লাগায় আতঙ্ক ছড়ায় পথচারীদের মধ্যেও। আগুন লাগার খবর পেতেই, মলে ভিতর থেকে পরপর বেরিয়ে আসতে থাকেন মানুষজনও। এরই মাঝে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসতে দেরি হওয়ায় এই ইঞ্জিনের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১০-এ। এরপর তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫ তে। এদিকে শুধু দমকলকর্মীই নয়, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরাও পৌঁছান ঘটনাস্থলে। আগুনকে বাগে আনতে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে মলের ভিতরে ঢোকেন দমকলকর্মীরা। কারণ, কাচে ঘেরা মল কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যাওয়ায় এক বদ্ধ পরিবেশে ধোঁয়াই হয়ে ওঠে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। এরপরই দমকলের কর্মীরা কাচ ভেঙে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে থাকেন। পাশাপাশি, হাইড্রলিক ল্যাডার নিয়ে উদ্ধারের কাজেও নামেন দমকল কর্মীরা। স্কাইলিফট ব্যবহার করা হয় মানুষদের মল থেকে বের করে আনতে।

এদিকে আরও বড়সড় দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য দমকলের তরফ থেকে পুলিশের কাছে অনুরোধ জানানো হয় যান চলাচল বন্ধ রাখতে। এরপরই পুলিশ ওই রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। এদিকে দক্ষিণ কলকাতা থেকে ইএম বাইপাসে যাওয়ার রাস্তা এটি। ফলে কর্মব্যস্ত দিনের সকালে এই ঘটনার জেরে তৈরি হয় ব্যাপক যানজট।

এদিকে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়েও দুর্ভোগে পড়েন অ্যাক্রোপলিসে আটকে থাকা মানুষজন। কারণ, মলের ১২ ফুটের সিঁড়ি আবর্জনায় ভরা। সিঁড়ি জুড়ে সিমেন্টের বস্তা, আবর্জনা, জঞ্জাল। ফলে কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়ার মধ্যে দৃশ্যমানতা কমায় নামতে গিয়ে চোট পান অনেকে। আর এই ২২ তলা থেকে সংকীর্ণ সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। ১৪ তলায় অসুস্থ হয়ে পড়েন এক গর্ভবতী মহিলা। আটকে পড়েন দুই প্রতিবন্ধীও।

তবে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর নিয়ন্ত্রণে আসে অ্যাক্রোপলিস মলের আগুন। কোনও হতাহতের খ বর নেই। মলের চিফ ইঞ্জিনিয়ার জানিয়েছেন, 'আগুন নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা ছিল, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে কাজ করেছে পুরোটাই। মলের আন্ডারগ্রাউন্ডে ৫ লক্ষ লিটারে রিসার্ভার ছিল। সেখান থেকে জল নিয়ে দমকল আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে। মলের অগ্নিনির্বাপণে কোনও গাফিলতি নেই। ১৫ থেকে ৩০ অন্তর চেক করা হয়। আমরা ডিটেকশন, ফায়ার নেভানোর সব উন্নত ব্যবস্থা রেখেছি।'

শর্তসাপেক্ষে রাজভবন যেতে পারবেন শুভেন্দু: হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: শর্তসাপেক্ষে রাজভবনে যেতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী। শুক্রবার এমনটাই জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা। একইসঙ্গে এদিন বিচারপতি সিনহা কার্যত পুলিশকে তুলোধোনা করেন। সঙ্গে এও নির্দেশ দেন, রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য নতুন করে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কাছে আবেদন জানাতে হবে শুভেন্দুকে।

শুক্রবার এই মামলায় বিচারপতি জানান, রাজ্যপাল অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন শুভেন্দু অধিকারী ও নির্বাচন পরবর্তী অশান্তিতে 'আক্রান্ত' ব্যক্তিরা। তবে রাজ্যপালের সঙ্গে কতজন দেখা করতে যাবেন, সেটা পুলিশকে আগে জানাতে হবে। পাশাপাশি বিচারপতি অমৃতা সিনহার আরও নির্দেশ, যদি গাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়, তাহলে কতগুলি গাড়ি রাজভবনের ভিতরে ঢুকবে, সেটাও জানাতে হবে পুলিশকে।

তবে শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষের আইনজীবী এদিন আদালতে জানিয়ে দেন, তাঁদের কোনও গাড়ি রাজভবনের ভিতরে ঢুকবে না। সকলেই হেঁটে রাজভবনের ভিতরে প্রবেশ করবেন। অন্যদিকে রাজ্যের তরফে আবার সওয়াল করা হয়, যাঁরা রাজভবনের ভিতরে প্রবেশ করবেন, তাঁদের শণাক্তকরণের কাজ শুভেন্দু অধিকারীর পক্ষ থেকে কোনও ব্যক্তিকে করতে হবে। রাজ্যের এই দাবিতে বিচারপতি সম্মতি দিলেও, তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, কারও পরিচয় নথিবদ্ধ করা যাবে না। কারণ, সেরকম হলে পরে আবার তাঁদের হেনস্থা করার আশঙ্কা থেকে যায় বলেই মনে করছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর মামলার শুনানির সময় বিচারপতি অমৃতা সিনহার কড়া প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় রাজ্যকে। বিচারপতি এদিন রাজ্যের কাছে জানতে চান, রাজ্যপালকে কী গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে? যদি সেটা না হয় তাহলে কেন তাঁর অনুমতিক্রমে কাউকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হচ্ছে না? প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। যদিও সেক্ষেত্রে রাজ্যের যুক্তি, বৃহস্পতিবার বিকেল ৪ টে ৪০ মিনিট নাগাদ একটি কালো গাড়ি রাজভবনের সামনে এসে থেমেছিল। সেই সময় শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক সেখানে দায়িত্বে থাকা ডিসির সঙ্গে দেখা করেন।

রাজ্যের যুক্তি, ডিসি তখন জানতে চেয়েছিলেন কতজন ব্যক্তি ও কতগুলি গাড়ি ভিতরে যাবে। কিন্তু এরপর তিনি রাজভবনের ভিতরে চলে যান এবং পুলিশের সঙ্গে আর কথা বলেননি বলেই দাবি রাজ্যের।

এদিকে ভোটের পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগে সরব শুভেন্দু, সুকান্তরা। তাঁদের জন্য কলকাতার একটি ধর্মশালা 'মাহেশ্বরী ভবন' ভাড়া করা হয়েছিল, আশ্রয় দেওয়ার জন্য। সেখানে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেছেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু সেই মাহেশ্বরী ভবন থেকেও নাকি তাঁদের বের করে দেওয়া হয়েছে। এর পরই শুভেন্দু অধিকারী সেসব ঘরছাড়াদের নিয়ে রাজভবন যাওয়ার পরিকল্পনা করেন।

বিরোধী দলনেতা রাজ্যপালকে এই সংক্রান্ত বিষয় জানিয়ে ইমেল পাঠান। তাঁর দাবি, রাজ্যপালের সচিবের তরফে জানানো হয়, ঘরছাড়াদের নিয়ে রাজভবনে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হল, রাজ্যপাল সকলের সঙ্গে দেখা করবেন।

পার্ক স্ট্রিট মেট্রোয় জল জমার ঘটনায় সামনে এল রিপোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেমালের কারণে গত ২৭ মে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে যে বিপর্যয় ঘটে তা নিয়ে এবার রিপোর্ট তৈরি করল কলকাতা পুরসভার নিকাশি বিভাগ। কলকাতা মেট্রোর সঙ্গে যৌথভাবে পার্ক স্ট্রিট স্টেশনের বিপর্যয় ঘটে যাওয়া অংশটি পরিদর্শন করেন কলকাতা পুরসভার নিকাশি বিভাগের আধিকারিকরা। এরপরেই এই রিপোর্ট তৈরি করা হয় বলে জানা যাচ্ছে।

সূত্রের খবর, এই রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে মেট্রোকেও। রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ১০ জুন এই যৌথ পরিদর্শন করা হয় মেট্রো রেলের আধিকারিকদের সঙ্গে। এই পরিদর্শনের সময় দেখা গিয়েছে, মেট্রোর ভূগর্ভ সংলগ্ন যে ইটের নিকাশি ব্যবস্থা রয়েছে তাতে কোনও ক্ষতি হয়নি। মসৃণভাবেই নিকাশি ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এমনকি মেট্রো স্টেশনের সামনে যে ম্যানহোল রয়েছে সেটিও সম্পূর্ণ খালি। অর্থাৎ নিকাশি ব্যবস্থার কোনও ত্রুটির কারণে এই মেট্রো ভূ-গর্ভে যে জল ঢোকেনি, তা যৌথ পরিদর্শনের পর এই রিপোর্টে তুলে ধরা হয়।

তবে ভূ-গর্ভের ভিতরে যে গার্ডওয়াল রয়েছে, সেখানেই একাধিক জায়গায় ফাটল ধরেছে। দেওয়ালগুলির ভিতর থেকে জল বেরিয়ে আসছে। যা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে মেট্রো কর্তৃপক্ষ সেখানে সিমেন্টের গ্রাউটিং করে দিচ্ছে। তবে এখনও ওই গার্ডওয়াল থেকে জল বেরিয়েই চলেছে। মনে করা হচ্ছে, রাস্তার উপরে থাকা বিভিন্ন ছিদ্র থেকে জল ঢুকে আসে ওই দেওয়ালের ভিতরে। সেখানেই জমে রয়েছে দিনের পর দিন। ফাটল ধরতেই সেই জল একেবারে লাইনের উপরে চলে আসে।

এই ঘটনা সামনে আসার পর পুরসভার তরফে মেট্রো কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, তারা যদি সাহায্য চায় তাহলে পুরসভার তরফে নিকাশি বিভাগের এবং সিভিল বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা গিয়ে এই জল বন্ধ করতে সাহায্য করবে মেট্রোকে। অন্যদিকে, মেট্রোর তরফে এদিন প্রেস বিবৃতিও জারি করা হয়। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কলকাতা পুরসভার বিভিন্ন নিকাশনালয়ে পলি জমে রয়েছে। সেখানে জল জমে থাকছে, সেই জলই দেওয়ালে ফাটলের জেরে ভিতরে চলে আসছে।

'স্তম্ভিত!' আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করে প্রতিক্রিয়া রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'আমি আক্রান্তদের কথা শুনলাম। এটি ঘটনার একটি ভার্সন। রাজ্যপাল হিসেবে কোনও মন্তব্য করার সময় আমাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে। রাজ্যের কী বক্তব্য, সেটাও আমাকে শুনতে হবে। আমি একটি রিপোর্ট চেয়েছি রাজ্যের থেকে। আমি তাদের আরও কয়েক ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। রাজ্যের বক্তব্য শোনার পরই আমি মন্তব্য করব।' শুক্রবার মাহেশ্বরী ভবনে আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বলে এমনটাই জানালেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সঙ্গে এও বলেন, যে ধরনের অভিযোগগুলি উঠে আসছে, তাতে তিনি 'স্তম্ভিত'।

লোকসভা ভোটের সাত দফা বাংলায় মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবে চললেও, ভোট মিটতেই চারদিক থেকে আসছে অশান্তি ও গোলমালের অভিযোগ। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা আক্রান্ত হচ্ছেন বলে অভিযোগ পদ্ম শিবিরের। এইসব 'আক্রান্ত' দলীয় কর্মী-সমর্থকদের কলকাতায় 'মাহেশ্বরী ভবনে' এনে রাখা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে মাহেশ্বরী ভবনে গিয়ে ঘরছাড়া সেই বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। সেখানে আশ্রয় নেওয়া ব্যক্তিদের সঙ্গে কথা বলে, বাস্তব চিত্র বোঝার চেষ্টা করলেন বাংলার সাংবিধানিক প্রধান।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এদিন ঘরছাড়া বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে দেখা করায় কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও। তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যপাল নিজের পার্টি কলিগদের কাছে গিয়েছেন। ওঁর পার্টির নাটক ব্যর্থ হচ্ছে, ফ্লপ করছে। সেই জায়গায় রাজ্যপাল তাঁর পার্টির সতীর্থদের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছেন। মুখোশ খুলে রাজনীতিতে নেমেছেন।'

বিধাননগর কমিশনারেটকে তদন্ত চালানোর নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নিউটাউনের রেস্তোরাঁয় গণ্ডগোলের ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশ অনুযায়ী, বিধাননগরের গোয়েন্দা বিভাগকে তদন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এরপর আগামী ৪ জুলাই তদন্তের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট পেশের নির্দেশও দেন তিনি। মামলাকারীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার পাশাপাশি মামলার তথ্য প্রমাণ সংরক্ষণ করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

শুক্রবার আদালতে রাজ্যের তরফ থেকে জানানো হয়, নিউটাউনের রেস্তোরাঁয় গণ্ডগোলের ঘটনার তদন্তভার বিধাননগরের গোয়েন্দা বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার একজন আধিকারিকের নেতৃত্বে তদন্ত হচ্ছে। দুটি এফআইআর দায়ের হয়েছে। রাজ্য জানিয়েছে, একটি রেস্তোরাঁর ম্যানেজার করেছেন এবং অপরটি বিধায়ক সোহম চক্রবর্তীর তরফে করা হয়েছে।

রাজ্যের তরফে জানানো হয়, কখনই কাউকে গ্রেফতার বা আটক করা হয়নি। রাস্তায় জ্যাম হয়ে যাওয়ার কারণে পুলিশ রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে তাঁদের গাড়ি করে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল এবং তাঁরা সেই প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়ে পুলিশের গাড়িতে করে থানায় গিয়েছিলেন বলে রাজ্যের দাবি। রাজ্যের তরফ থেকে এমন বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি জানান, 'সবক্ষেত্রে পুলিশ এভাবে সাহায্য করলে ভালো হয়।' এরপর রাজ্যের তরফে আরও বলা হয়, থানায় যাওয়ার পর রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষকে সিদ্ধান্ত নেন যে তাঁরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে সব মিটিয়ে নেবেন, কোন এফআইআর দায়ের করবেন না।

এদিকে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আঘাতের অভিঘাত কেউই বুঝতে পারেনি। ৭ ই জুনের ঘটনার পর মেডিক্যাল করানো হয় ৯ জুন। আর এখানেই রাজ্যের তরফ থেকে সওয়াল করা হয়, যে তার মানে মামলাকারীরাও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি।

এদিকে মামলাকারীদের তরফ থেকে সওয়াল করা হয়, পুলিশ জোর করে রেস্তোরাঁর কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিদের আটক করে থানায় নিয়ে যায় এবং কী মর্মে অভিযোগে লিখতে হবে সেটাও পুলিশই নির্দেশ দিয়েছে। একই ঘটনায় দুটি এফআইআর দায়ের করা যায় না বলে মামলাকারী সওয়াল করেন। এরপরই রাজ্যের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হয়, মামলাকারীরা এফআইআর দায়ের করতে দেরি করলেন কেন তা নিয়ে। কারণ, ঘটনা ঘটেছে ৭ জুন। ৮ জুন কেন অভিযোগ দায়ের করা হয়। এরা তো কেউ অসহায় গ্রামবাসী নয়। তবে সওয়াল জবাব শেষে তদন্তের ক্ষেত্রে বিধাননগরের গোয়েন্দা বিভাগের ওপরই আস্থা রাখল আদালত।

প্রসঙ্গত, গত সপ্তাহে শুক্রবার নিউটাউনের একটি রেস্তরাঁর ছাদে শুটিং করছিলেন সোহম। সেই রেস্তরাঁর গেটের সামনে গাড়ি রাখা নিয়ে বচসা হয়। অভিযোগ, সোহম এবং তাঁর দেহরক্ষীরা আনিসুলের উপরে চড়াও হন। আনিসুলকে সোহম মারধর করেন বলে অভিযোগ। সেই ছবি সামনে আসে।

মানিকতলা উত্তরের উপনির্বাচন ঘিরে মতানৈক্যের বাতাবরণ তৃণমূলের অন্দরেই!

নিজস্ব প্রতিবেদন: মানিকতলার উপনির্বাচন ঘিরে তৃণমূল অন্দরেই এক মতানৈক্য তা তৈরি হয়েছে তার আঁচ পাওয়া গেল তৃণমূল প্রার্থী সুপ্তি পাণ্ডের বক্তব্যে। কারণ, সুপ্তি শুক্রবার জানান, শ্রেয়া ছিলেন অভিষেকের পছন্দের পাত্রী আর তাঁকে পছন্দ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এখানেই উঠল প্রশ্ন, ঘাসফুল শিবিরও প্রার্থী বাছাই নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত কি না তা নিয়েও। এখানে একটা কথা বলতেই হয়, মানিকতলা বিধানসভায় সাধন পাণ্ডের বিকল্প ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে গোষ্ঠীর কথা শোনা যায় ঠিকই, তবে সাধন ছিলেন অপরাজেয়। একটানা ৯ বার জয়ী হয়ে বিধায়ক হন তিনি। বলা যায়, বিধানসভা ভোটে কখনও হারেননি সাধন পাণ্ডে। এদিন সুপ্তির বক্তব্যে কোথাও যেন ধরা পড়ল এক ফাটলের আঁচ।

এদিকে শ্রেয়াকে টিকিট না দেওয়ায় মুখ খুলেছেন বিরোধীরাও। এমনকি মা-মেয়ের দ্বন্দ্ব নিয়ে কানাঘুষো অনেক কিছু শোনাও যাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সুপ্তি জানান, 'শ্রেয়ার খারাপ লাগতেই পারে।ছেলেমানুষ দুঃখ করতেই পারে। শ্রেয়ার ভিতর একটা শিশুসুলভ মন আছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও যে কোনও জায়গায় যেতে পারে ও। শো অফ করে না। পরিবার থেকেই এসব শিখেছে। শিখেছে কীভাবে মানুষকে আপন করে নিতে হয়।' সঙ্গে এও জানান, 'অভিষেকের খুব প্রিয় পাত্রী শ্রেয়া। দাদা (সাধন পাণ্ডে) ওদের বাড়িতে যেন। অভিষেককে ক্যাডবেরি দিত। ও মারা যাওয়ার সময় অভিষেক আমাকে মায়ের মতো জড়িয়ে রেখেছিল। সেই সম্পর্কের জায়গা থেকে শ্রেয়াকেও ভালবাসে। আর মমতার ভালবাসা বেশিরভাগটাই আমার দিকে গিয়েছে। সেটা আমার সৌভাগ্য।'

এই প্রসঙ্গে মানিকতলা কেন্দ্রের প্রার্থী বাছাই নিয়ে মমতা-অভিষেক দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে কি না সেই প্রসঙ্গে সুপ্তি জানান, 'বিতর্কিত মন্তব্য করতে চাই না। মমতা-অভিষেক একে অপরের খুবই কাছের।' তবে শ্রেয়া যে অভিষেকের পছন্দের পাত্রী, সেটা স্পষ্ট করে দেন সুপ্তি। সঙ্গে শ্রেয়া সম্পর্কে এও জানান, সাধনের মৃত্যুর পর শ্রেয়া যে সংগঠন গুছিয়ে রেখে ছেন, সে কথা উল্লেখ করেছেন সুপ্তি। তিনি জানিয়েছেন, শ্রেয়া ঘরে ঘরে মানুষের আদর পেয়েছে, বিভিন্ন স্কিম মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। হেল্পলাইনের মাধ্যমে এলাকার মানুষের জন্য কাজ করা হয়েছে। তাই জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী সুপ্তি।

অন্য কাউকে কেন জেরা নয়, প্রশ্ন মানিকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নানা যুক্তি দেখিয়ে অনেকদিন ধরেই জামিন পাওয়ার চেষ্টা করছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। তবে তাতে চিঁড়ে ভেজেনি। বারবার জামিন খারিজ হয়েছে তৃণমূল বিধায়কের। এবার উল্টো চাল খেলতে দেখা গেল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতিকে। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া চিঠিকেই এবার ইডি-র বিরুদ্ধে হাতিয়ার করেছেন তৃণমূল বিধায়ক মানিক।

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তল্লাশিতে মানিক ভট্টাচার্যের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল ওই চিঠি। মুখ্যমন্ত্রী, তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী ও মানিকের উদ্দেশে লেখা হয়েছিল চিঠিটি। ইডি মানিকের বিরুদ্ধে পেশ করা চার্জশিটেও চিঠির কথা উল্লেখ রয়েছে। ওই চিঠিতে উত্তর দিনাজপুর জেলার ৪৪ জন চাকরি প্রার্থীকে টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। সেই চিঠিকেই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মানিকের বিরুদ্ধে অন্যতম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিল ইডি।

সূত্রের খবর, এবার সেই চিঠি নিয়েই পাল্টা দাবি জানাতে চলেছেন মানিক। তাঁর দাবি, ওই চিঠিতে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেটা ২০১৩ সালের। আর তিনি গ্রেফতার হয়েছেন ২০২৩ সালে। ওই চিঠিতে মহম্মদ খলিলউদ্দিন নামে যে ব্যক্তির কথা উল্লেখ রয়েছে, তিনি টাকা নিয়েছিলেন বলে দাবি। চিঠির বয়ান অনুযায়ী, চাকরির জন্য নেওয়া টাকা জমা পড়ে উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূলের তহবিলে। আর এখানেই মানিকের প্রশ্ন, চিঠিতে নাম থাকা খলিলউদ্দিন এবং জেলা তৃণমূলের তৎকালীন সভাপতিকে কেন জেরা করেনি ইডি তা নিয়েই। শুধু তাই নয়, মানিকের তরফ থেকে এ প্রশ্নও তোলা হয়েছে, যে চিঠিটি তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগের কথা উল্লেখ করা নেই। তাঁকে অবগত করা হয়েছে মাত্র। তাহলে কেন তাঁর বিরুদ্ধে এই চিঠি হাতিয়ার হবে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। তবে মানিকের এই যুক্তি ধোপে টেঁকে কি না, সেটাই এখন দেখার।

সম্পাদকীয়

তীব্র গরম, সাবধান সৃষ্টি হতে পারে টর্নেডো ও ঘূর্ণিঝড়

পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে বননিধন, শিল্পায়ন, নগরায়ণের কারণে। তার উপর রয়েছে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি, জীবাশ্ম জ্বালানির অত্যধিক ব্যবহার। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বাড়ছে। পৃথিবীর মোট সম্পদের ৯০ শতাংশ ভোগ করে মাত্র ১০ শতাংশ মানুষ। তাদের জন্য প্রভাবিত হচ্ছে অধিকাংশ মানুষের ভবিষ্যৎ। ধ্বংস হচ্ছে বাস্তুতন্ত্র, হ্রাস পাচ্ছে জীববৈচিত্র।

এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে সৃষ্টি হতে পারে ঘূর্ণিঝড় বা ছোটখাটো টর্নেডো। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল অপেক্ষা কোনও স্থানের উষ্ণতা অধিক হলে টর্নেডো দেখা যায়। কয়েক মুহূর্ত স্থায়ী হলেও এর বিধ্বংসী ক্ষমতা সাংঘাতিক। আন্টার্কটিকা ছাড়া সব মহাদেশে এই ঝড় লক্ষ করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম টর্নেডো নথিভুক্ত করা হয়েছিল ১৮৩৮ সালে, কলকাতার কাছে। ১৯৯৮ সালের ২৪ মার্চ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সুবর্ণরেখার তীরবর্তী সারতা গ্রামে টর্নেডোর বিধ্বংসী রূপ দেখা গিয়েছিল। গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এই ঝড় বার বার দেখা গিয়েছে। তবে এই ধরনের টর্নেডোকে 'মিনি টর্নেডো' আখ্যা দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা, কারণ এগুলি দেখতে টর্নেডোর মতো হলেও এর স্থায়িত্ব ও বিধ্বংসী ক্ষমতা খুব বেশি নয়। সাধারণত মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে এই ধরনের টর্নেডোর প্রকোপ লক্ষ করা গিয়েছে। উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যাও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনই বঙ্গোপসাগর নিকটবর্তী পশ্চিমবঙ্গেও 'দমকা টর্নেডো' উৎপত্তি হবে আগামী দিনে, এটাই প্রত্যাশিত।

কেনই বা হবে না এই টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়। আমাদের দায়িত্ব কি কোনওভাবেই অস্বীকার করতে পারি আমরা। না পারি না। আমরা উন্নয়নের নামে একের পর এক ধ্বংস করে চলেছি বনাঞ্চল। সাদা ভাষায় করে চলেছি বৃক্ষচ্ছেদন। তাই হয়তো আগামীদিনে আমাদের ভবিতব্যের নিশ্চিত ঠিকানা আমরা নিজেরাই নিজেদের অজান্তেই লিখে ফেলেছি। এখনও সময় আছে, আমরা যদি আগামী বর্ষাতেই শুরু করি নিয়মিতভাবে গাছ লাগানো তবে হয়তো কিছুটা রক্ষা পেলও পেতে পারি।

আনন্দকথা

এখনও ঠাকুরের সেবার জন্য কাছে কেহ থাকেন না। হৃদয় যাওয়ার পর ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। কলিকাতা হইতে মাস্টার আসিলে তিনি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরের সম্মুখস্থ শিবমন্দিরের সিঁড়িতে আসিয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু মন্দির দৃষ্টে হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন।

ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। বলিতেছেন, ''মা, সব্বাই বলছে, আমার ঘড়ি ঠিক চলছে। খ্রীষ্টান, ব্রহ্মজ্ঞানী, হিন্দু, মুসলমান — সকলেই বলে, আমার ধর্ম ঠিক। কিন্তু মা, করুর ঘড়ি তো ঠিক চলছে না। তোমাকে ঠিক কে বুঝতে পারবে। তবে ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হলে সব পথ দিয়ে তোমার কাছে পৌঁছানো যায়। মা, খ্রীষ্টানরা গীর্জাতে তোমাকে কি বলে ডাকে, একবার দেখিও।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

আন্না হাজারে

১৯২৯ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী ও গায়িকা সুরাইয়ার জন্মদিন।*
১৯৩৭ *বিশিষ্ট প্রতিবাদী রাজনৈতিক নেতা আন্না হাজারের জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট ইস্পাত উদ্যোগপতি লক্ষ্মী মিত্তালের জন্মদিন।*

অবাধ ও নিরপেক্ষ ভোট ব্যবস্থায় সুষ্ঠ নির্বাচন গণতন্ত্রেরই জয়

শান্তনু রায়

শ্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদীর নেতৃত্বে এন ডি এ জোটের তৃতীয় বারের সরকার শপথ গ্রহণ করেছে ও ইতিমধ্যে দপ্তরবন্টনও সমাপ্ত। তবে এন ডি এ জোট তৃতীয়বারের জন্য সরকার গঠনের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও এবং দল হিসেবে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা ধরে রাখতে পারলেও প্রায় সবক'টি বুথ ফেরৎ সমীক্ষায় বিজেপি তথা এন ডি এ জোটের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ফেরার পূর্বাভাস নস্যাৎ করে দিয়েছে। বুথ ফেরৎ সমীক্ষা সব সময় মেলেনা। কিন্তু অষ্টাদশ লোকসভার নির্বাচনের এ ফলাফল কোন কোন রাজ্যের ক্ষেত্রে কিছুটা অবাকও করেছে। এরাজ্যের ক্ষেত্রে তো বটেই সামগ্রিক ফলাফলও বিজেপি দলের পক্ষে অপ্রত্যাশিতভাবে খারাপ। এ রাজ্য থেকেও লোকসভার ৪২ টি আসনের মধ্যে শাসকদলের যত সংখ্যক আসন যেমন বেড়েছে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি প্রায় সমসংখ্যক আসন খুইয়েছে। অর্থাৎ নিজেদের জেতা আসনও ধরে রাখতে সমর্থ হয়নি। বিগত মন্ত্রীসভায় এ রাজ্যের দু'জন মন্ত্রী পরাজিত। মন্ত্রী স্মৃতি ইরানিও পরাজিত — প্রধানমন্ত্রীরও জয়ের ব্যবধান অনেক কমেছে। তবে জনাদেশ অনুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তৃতীয়বারের জন্যও আস্থা রেখেছে এন ডি এ'র উপর। তবে গতবারের তুলনায় সারা দেশে সব মিলিয়ে প্রায় ৬০টির মতো কম আসন পেয়েছে বিজেপি। সেজন্য সরকার গঠনের জন্য নির্ভর করতে হচ্ছে জোটসঙ্গী নীতিশের জে ডি ইউ ও চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপির উপর। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁরা এই সুযোগে দর হাঁকিয়েছেন। যাহোক দর কষাকষির পর সমঝোতার ফলে এন ডি এ'র নতুন জোট সরকারের শপথ গ্রহণ করতে পেরেছে গত রোববার। অন্যদিকে কংগ্রেস সর্বভারতীয় স্তরে আসন সংখ্যা যথেষ্ট বাড়িয়ে নিয়ে তিন অংকের দুয়ারে হওয়ায় আই এন ডি আই এ জোটে নিজেদের অবস্থান সুবিধাজনক করে নিয়েছে তবে এরাজ্যে অবস্থা আরো খারাপ হয়েছে। আগেরবারে জেতা দু'টি আসনের মধ্যে লোকসভায় বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরীর আসনটি তৃণমূলের প্রার্থী এক প্রাক্তন ক্রিকেটারের কাছে খোয়ানোয়। অনুমান অধীর চৌধুরী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও লোকসভায় বিরোধী দলনেতা হলেও তাঁর পরাজয় হয়ত কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের একাংশকে তেমন ব্যথিত করেনি — একদশক ধরে ক্ষমতার বাইরে থাকা বিশেষ পরিবার নিয়ন্ত্রিত দলটির কুর্সীতে আসীন হওয়ার উদগ্র বাসনা চরিতার্থের পথে গলার কাঁটা কৌশলে দূরীভূত হওয়ায়।

উল্লেখ্য লোকসভায় বিরোধী দলনেতাকে দলের সভাপতির নাম উল্লেখ করে সাম্প্রতিক প্রকাশ্যে তিরস্কার ও চেতাবনী এবং তাঁর নির্বাচনী প্রচারে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সামগ্রিক অনুপস্থিতির ঘটনা কিন্তু সকলের নজরে পড়েছে। অন্যদিকে রুটি রুজির ডাক দিয়েও এরাজ্যে বামফ্রন্ট এবারও একটি আসন পায়নি। প্রসঙ্গত মুর্শিদাবাদ ছাড়া অন্যত্র সব আসনেই ভোট প্রাপ্তির নিরিখে বাম-কংগ্রেস প্রার্থীরা তৃতীয় স্থানে থাকলেও তাঁদের প্রাপ্ত ভোট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রথম ও দ্বিতীয়ের ভাগ্য নির্ধারনে নির্ণায়ক ও সহায়ক হয়েছে। সর্বভারতীয় স্তরে তারা ও রাজ্যের শাসকদল আই এন ডি আই এ জোটের অন্তর্ভুক্ত হলেও এ রাজ্যে আলাদাভাবে লড়তে গিয়ে আপাতভাবে রাজ্যের ও কেন্দ্রের উভয় শাসকদলের বিরোধিতায় সমালোচনা করলেও অলীক বামপন্থী তত্ত্বকথায় এক সূক্ষ্ম বার্তা ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে 'এই দল দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নানান দোষে পরিপূর্ণ হলেও ঐ দলের মতো সর্বগ্রাসী ফ্যাসিস্ট শক্তি নয়' যা রাজ্যের রূঢ় বাস্তবতার বিপ্রতীপ। অদ্ভুত আশ্চর্যের বিষয় এই যে এক অতি 'বামপন্থী' দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকও অকুণ্ঠিত ও দ্বিধাহীনচিত্তে আগ্রহ ও সন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে একই জোটে থাকায়। এমনকী নির্বাচনী ফলাফলে 'বড় অবদান আরও একবার পশ্চিমবঙ্গের' বলে তাঁর সন্তুষ্টি। হয়তো এও ঠিক যে একটি রেজিমেন্টেড মতাদর্শের অনুগামীদের কাছে কাম্য হয় না সাংগঠনিক ও মতাদর্শগতভাবে মজবুত প্রতিদ্বন্দ্বী কোন দলের ক্ষমতায় থাকা বা আসা-বরং দুর্নীতিগ্রস্ত এবং নানান দোষে পরিপূর্ণ হলেও ঢিলেঢালা আদর্শগত ভিত্তি সুদৃঢ় নয় এমন দলই প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বা ক্ষমতায় আসলে তুলনামূলকভাবে তাদের সুবিধে। নাহলে একালে 'ফ্যাসিস্ট' আর আলাদা করে চিহ্নিত শ্রেনী নয়; মুখোশপরা অনেকের মনের গভীর গোপনে এ রিপু সক্রিয়, সাধারন অবস্থায় সচরাচর যার প্রকাশ ঘটে না।

এদিকে ইতিমধ্যে রাজ্যের সাম্প্রতিক ঐতিহ্য মেনে শুরু হয়েছে ভোটপরবর্তী হিংসা ও তাণ্ডবলীলা। ভোটেরসময় ও ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে আক্রান্ত হয়েছে/হচ্ছে কিন্তু শুধু বিজেপির কর্মীরা নয়, অনেক ক্ষেত্রে কংগ্রেস-বামজোটের কর্মীদেরও এবং এই কোলকাতায়ও। তানিয়া ভরদ্বাজ, অম্বিকেশ মহাপাত্র কিংবা শিলাদিত্য চৌধুরীর ঘটনাবলী হয়ত কয়েক বছর আগের হেতু বিস্মরন হতে পারে কিন্তু সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরও নিদান দেওয়া যায় 'এরা দুর্নীতিগ্রস্থ হতে পারে কিন্তু সর্বগ্রাসী ফ্যাসিস্ট শক্তি নয়'! তাই কি কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হয়-অথবা মনে হয় — মেরেছে কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না! পরিস্থিতির এমনই গুরুতর হওয়ায় হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চও রাজ্য প্রশাসনকে চেতাবনি দিয়ে জানাতে হয়েছে হিংসা এবং সন্ত্রাস নিয়ন্ত্রন না করতে পারলে আগামী ৫ বছর কেন্দ্রীয় বাহিনি মোতায়েন রাখার নির্দেশ দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত ভোটের ফলাফলে প্রকাশ দেশ্রে অন্যত্র কেন্দ্রীয় শাসক দলের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান বিরূপতা ফ্যাক্টর কাজ করলেও এ রাজ্যে রাজ্যের শাসক দলের ক্ষেত্রে একটা অনুকুল প্রভাব কাজ করেছে আগাপাস্তালা দুর্নীতি ও অপশাসনের অভিযোগের আবহেও। রাজ্যের শাসক দলের নিজেদের ক্ষমতা আরও সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করতে আগ্রাসী ও ন্যায়নীতিহীন প্রশাসনের প্রেক্ষিতে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি অনেক চেষ্টা করেও সফল হয়নি ইভি এম এ যদিও তাদের সহায় হবার কথা ছিল, শাসক দলের সর্বগ্রাসী অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সাধারন মানুষের ক্ষোভ ও বিভিন্ন প্রতিকুলতা সত্ত্বেও ঝুঁকি নিয়েও ভোটগ্রহন কেন্দ্রে গিয়ে ইভি এম এ বোতাম টেপার সক্রিয় উদ্যোগ ছাড়াও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা থাকলেও অন্যান্য বিরোধী দলগুলিরও রাজ্য সরকার বিরোধিতা। উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনে প্রায় দেড়মাসব্যাপী সাত দফায় দেশের সাথে এরাজ্যেও ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হলেও দুঃখের ও লজ্জার বিষয় হলো একমাত্র আমাদের এ রাজ্যেই গরবের বাংলার নির্বাচনী ঐতিহ্য অনুসারে যথারীতি মারদাঙ্গা, বোমাবাজি, রক্তপাত ও প্রাণহানি ঘটল। যেখানে প্রকাশ্যে এমন গুরুতর ঘটনা ঘটানো হয়নি সেখানেও নীরব সন্ত্রাসের আবহে কেমন হলো গণতন্ত্রের এ উৎসব এরাজ্যে তা বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দৌলতে ভালোই মালুম হয়েছে রাজ্যবাসীর— সে বিচার বিশ্লেষন অবশ্য এ নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। তবে এক কথায় অন্য রাজ্য থেকে এরাজ্যের অবস্থা ও অবস্থান যে ভিন্ন তা আরো একবার চোখে যেন আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। বলা হয় এ রাজ্য নাকি রাজনীতি সচেতন (!)। জানিনা একারণেই কিনা এরাজ্যের বৌদ্ধিক মহলও অদ্ভুতভাবে নির্বাচনের আগে কিংবা নির্বাচন চলাকালীন একবারও আহবান তো জানালেন না যাতে জনসাধারন নির্ভয়ে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে সে পরিবেশ সুনিশ্চিত করার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বরং সপ্তম দফার ভোটের প্রাক্কালে ঘুরিয়ে রাজ্যের শাসক দলের অনুকুলেই প্রচারে নামলেন। রাজ্যের এমন অবস্থা দেখেও এরা নীরব। বিভিন্ন নামের মঞ্চকে ব্যবহার করলেও এরা শাসকদলের তলপিবাহক হিসেবে কাজ করেন নিজের বিদ্বজ্জন ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে আসলে ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে।

এও সত্য, গত শতাব্দীর নয়ের দশকে পাঁচ বছর আগে প্রয়াত এক অনন্য নির্ভীক দক্ষিনী ব্রাহ্মণ টি এন শেষনের হাত ধরে ভারতের নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা যে সুউচ্চতায় পৌঁছেছিল তা ক্রমশ ক্ষয় হতে হতে আজ অনেকটাই ম্লান।

এই আবহে মানুষের ক্ষোভ ন্যায্য হলেও ইভিএম এ তার প্রতিফলন ঘটানো দুরুহ ছিল কেন্দ্রীয় শাসক দলের পক্ষে — রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যৌথ প্রয়াস সত্ত্বেও স্থানীয়স্তরে দলীয় অন্তর্বিরোধ থেকে অন্তর্ঘাত ও সাংগঠনিক দূর্বলতার প্রেক্ষিতে। ছিল এ রাজ্যের বাংলা সংবাদপত্রের অধিকাংশের ধারাবাহিক বিরোধিতাও — সে স্থনীয় শাসকদলের 'সবক' শেখানোর ভয়ে বা বাধ্যতামূলক ভক্তিতে অথবা কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি বীতরাগে। শাসকদলের কোন পদাধিকারী যদি একই সঙ্গে কোন দৈনিকের সম্পাদকীয় নীতি নির্ধারক পদে বৃত হন তাহলে সে দৈনিকের ভূমিকা কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এরাজ্যে শাসকের সঙ্গে টক্কর দিয়েও বিজেপির ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান ও বিচার বিশ্লেষন করলে আরো কিছু বিষয়ও নজরে আসে জানিনা সেগুলি দলের আত্মসমীক্ষায় স্থান পাবে কিনা। প্রথম কথা তৃণমূল দলের সঙ্গে পাল্লা দেবার মত সংগঠন বিজেপি এরাজ্যে এখনও গড়ে তুলতে পারেনি তা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হয়। এছাড়াও কেন্দ্র অনুযায়ী প্রার্থী বাছাই নিয়েও অনেক মনেই অনেক প্রশ্ন জেগেছিল খেপে খেপে প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিশেষ কোন একটি আসনে তো অনেক টালবাহানার পর শেষ মুহূর্তে এমন একজনের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণায় সঙ্গত কারণেই মনে হচ্ছিল আসনটি বোধকরি পরোক্ষে রাজ্যের শাসকদলের হাতে তুলে দেওয়া হল। ফল প্রকাশের পর সেটিই সত্য প্রমানিত হলো যতই ভোট গ্রহণে অনিয়ম বা ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ করা হোক না কেন। এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও নজরকাড়া কেন্দ্রের প্রার্থীর জন্য উপযুক্ত প্রচারে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য নেতৃত্ব যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছিলেন কিনা তাতেই অনেকের সন্দেহ। অন্য কয়েকটি আসনেরও প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েও কিছু প্রশ্ন জেগেছিল সাধারনের মনেও। আগেই অনুমান করা গিয়েছিল এই নির্বাচনে সন্দেশখালি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েবে সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে। সেই সন্দেশখালির অধিবাসী প্রতিবাদিনীদের অন্যতমাকে প্রার্থী করে বিজেপির পক্ষ থেকে এক চমক দেওয়ায় এই দ্বীপে নির্বাচনী আবহ অন্য মাত্রা পেয়েছিল। বিশেষত সংশ্লিষ্ট আসনে বিদায়ী চিত্রাভিনেত্রী সাংসদের (গত নির্বাচনে সন্দেশখালি থেকে যাঁর ভালো লিড নাকি হয়েছিল শাহজাহানের সৌজন্যে) স্থলে শাসক দলের মনোনীত নতুন প্রার্থী এক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মুখ হওয়ায়। কিন্তু বিজেপির এ কৌশল শেষ পর্যন্ত সফল হয়নি। সন্দেশখালি বিধানসভাক্ষেত্রে আটহাজারের মতো ভোটে এগিয়ে থাকলেও সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অন্য বিধান সভা ক্ষেত্রগুলিতে তুলনায় অপরিচিত বিজেপি প্রার্থী পিছিয়ে পড়ায় শেষ পর্যন্ত প্রায় সোয়া তিন লাখ ভোটে পরাজিত হন। গঙ্গাধর কয়ালের ভাইরাল হওয়া ভিডিওগুলি নিঃসন্দেহে নির্বাচনীযুদ্ধে নতুন করে হাওয়া গরম করেছে — হয়ত সৃষ্টি হয়েছে স্থানীয় স্তরে এক অবিশ্বাসের বাতাবরনও। যদিও আইনের চোখে এই ভিডিওগুলির কতখানি মুল্য আছে তা রণংদেহী যুথভ্রষ্টরা বুঝতে নারাজ — অনেক সাধারন জনের হয়ত এব্যাপারে সম্যক জ্ঞানও নেই। কিন্তু এই ভাইরাল ভিডিওর মোকাবিলা কি যথেষ্ট তৎপরতায় হয়েছিল মামলা করা ছাড়া?

মনে রাখতে হবে মামলা করে স্থগিতাদেশ এনে বিড়ম্বনা ঠেকানো যায় কিন্তু গণআন্দোলন ব্যতীত শুধু এই আদালত নির্ভর রাজনীতি দিয়ে ভোটযুদ্ধের সফলতা প্রশ্নাতীত নয়।

প্রসঙ্গত বিশেষজ্ঞদের মতে সংখ্যালঘু ভোট এবারও কার্যত একমুখীই — শাসকের এই ভোটব্যাংকে বিশেষ ভাঙন ধরেনি। এছাড়া তো বড় সহায় হয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। ডোল বা অনুদান নির্ভর রাজনীতির প্রভাবে অনেকক্ষেত্রেই বহু আলোচিত আলোড়িত 'দুর্নীতি' ইস্যু পথ হারিয়েছে। কেন একশ দিনের কাজের টাকা রিলিজ করা যায়নি এ ব্যাপারটিও কেন্দ্রীয় শাসক দলের পক্ষ থেকে যেমন যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি প্রচারে তেমনই বিজেপি জিতলে 'লক্ষীর ভাণ্ডার' প্রকল্প তুলে দেওয়া হবে কিংবা মাছ খাওয়া বন্ধ করে দেবে জাতীয় অপপ্রচারের মোকাবিলাও ঠিকমত করা হয়নি মাঝে মাঝে কোন নেতার হামবড়া ভাব দেখানো ছাড়া। অন্যদিকে বিজেপির আগেরবারের কিছু জেতা আসনে প্রার্থীবদল করা হয়েছিল হয়ত দলের অভ্যন্তরের কোন সমীকরণে আপাতভাবে যার কোন কারণ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এবং এর ফলস্বরূপ আগে জেতা ঐ আসনগুলির অধিকাংশ হারাতে হয়েছে রাজ্যসভাপতি ও বিরোধী দলনেতার অক্লান্ত পরিশ্রম সত্ত্বেও। প্রার্থীবদলের কৌশল কাজে লাগল না বরং দলের ক্ষতি হয়ে গেল। এভাবে পরাজিত প্রার্থীদের তরফ থেকে করা দোষারোপের গুঞ্জনেও এমনটিই প্রকাশ পাচ্ছে। আদি-নব্য বিজেপির দ্বন্দ্বের ইঙ্গিত মিলছে এই প্রকাশ্য চাপান-উতরে যাতে দলের অন্তর্দন্দ্ব প্রকাশ পাচ্ছে। বিজেপি নেতৃত্ব ধরেই নিয়েছিলেন রামমন্দির নির্মান সিএএ লাগু হওয়া ইত্যাদি প্রচারে মেরুকরন ও বিভাজন সম্পন্ন হয়েছে সারা দেশে যার ডিভিডেণ্ড দল নির্বাচনে লাভ করবে এরাজ্যেও। এর উপর প্রধানমন্ত্রী নিজে বারংবার রাজ্যে এসে বিভিন্নভাবে প্রচারে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কাজেই কেল্লা ফতে। সেই অনুমানে এদের অনেকে আত্মতৃপ্ত হয়ে পড়েছিলেন-ভেবেছিলেন শুধু মোদীর নাম করে আর 'জয় শ্রীরাম' শ্লোগান দিয়ে ভোটযুদ্ধে জয়ী হওয়া যাবে। কিন্তু বাস্তবে তেমন হয়নি — হিন্দুভোট সামগ্রিকভাবে সংহত হয়নি — সংখ্যালঘু ভোটেরও তেমন বিভাজন হয়নি। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিজেপি নেতৃত্বকে মনে রাখতে হবে এরাজ্যে সফল হতে গেলে — বিজেপিকে বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ব বোধ করে বাঙালিরও দল হয়ে উঠতে হবে — উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি আমদানী করে ও তা চাপিয়ে দিয়ে বাংলার রাজনীতিতে কব্জে পাওয়া সত্যি মুশকিল। আগামী দু'বছরের মধ্যেই রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। সফল হতে গেলে এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে হাল ফেরানোর। এদিকে আর এক মাস পরে অনুষ্ঠিতব্য চার বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন ঘাড়ের উপর নিশ্বাস ফেলছে — এরপরেও আছে আরো ছ'টি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচন। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসজনিত দিকভ্রান্তিতে ধাক্কা খাওয়া এ দলটি কিভাবে অবস্থা সামাল দেয় তাই এখন দেখার। যেমন রবিবারে শপথ গ্রহণ করা শরিক-নির্ভর তৃতীয় এনডিএ সরকারের প্রতিশ্রুতি রূপায়ণের কর্মধারা দিকেও নজর থাকবে কৌতুহলী দেশবাসীর — অতিরিক্ত শরিক নির্ভরতার সাথে সরকারের স্থায়িত্বের প্রশ্নটি এবং এদেশে কেন্দ্রে পূর্বতন জোট সরকারের অভিজ্ঞতা ও ঐ দুই শরিকদলের প্রধানদের নিজ স্বার্থে রাতারাতি ভোলবদলের কুশলতার কথা মাথায় রেখেই। বিশেষত বিজেপির নীতির বিপ্রতীপে চন্দ্রবাবু নাইডুর অন্ধ্রপ্রদেশে মুসলিমদের জন্য ৪ শতাংশ সংরক্ষন ও নীতিশকুমারের জাতিভিত্তিক সুমারি করানোর প্রয়াসের প্রেক্ষিতে নরেন্দ্র মোদী এঁদের নিয়ে টানা পাঁচ বছর নির্ঝঞ্ঝাটে সরকার চালাতে পারলে নিঃসন্দেহে আরও এক কৃতিত্বের অধিকারী হবেন।

তবে এই নির্বাচনী ফলাফল আবার প্রমাণ করল কিছু খামতি থাকলেও এশিয়ার অন্যান্য দেশের কাছে ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃষ্টান্তস্বরূপ।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

অবাধে রাস্তার দু'পাশের সরকারি গাছ লুটের অভিযোগ, নীরব প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেলডাঙা ও বহরমপুর: রাস্তার দু'পাশ থেকে অবাধে লুট হয়ে যাচ্ছে সরকারি গাছ। রাস্তার দু'পাশের বড় বড় গাছ দিনের আলোতেই দুষ্কৃতীরা কেটে নিয়ে যাচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। ধারাবাহিকভাবে গাছ কেটে নিয়ে গেলেও সব জেনেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে না বলেও স্থানীয় মানুষজন অভিযোগ তুলেছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও বাধা না আসায় গত কয়েকদিন গাছের ওপর দুষ্কৃতীদের নজর আরও বেড়েছে। বড় বড় গাছ লুটের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে। দুষ্কৃতী তাণ্ডবে বেলডাঙা থেকে আনন্দনগর পর্যন্ত জেলা পরিষদের তৈরি পিচ রাস্তার দু'পাশের গাছ প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। বেলডাঙা-১ ব্লকের বিডিও

রথীন্দ্রনাথ অধিকারী বলেন, গাছ চুরির অভিযোগ এসেছে। আমি বিষয়টি দেখার জন্য পুলিশকে বলেছি। ওই রাস্তার উপর নজরদারি চালাতে বলেছি। গাছ চুরি রুখতে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বেলডাঙা থেকে আনন্দনগর পর্যন্ত প্রায় ছ'কিমি রাস্তা বেশ কয়েকটি গ্রামের উপর দিয়ে গিয়েছে। গ্রামগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে এই রাস্তাটি সংস্কার করা হয়েছে। রাস্তার সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে একশো দিনের প্রকল্পে রাস্তার দু'পাশে শিশু, শিমুল, মেহগনি সহ প্রচুর ফলের গাছ লাগানো হয়েছিল। কয়েক বছরেই গাছগুলি যথেষ্ট বড় হয়ে উঠেছিল। সেই সব গাছের ওপর দুষ্কৃতীদের কোপ পড়তে শুরু করেছে। গাছগুলি গোড়া থেকে কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। রাস্তার দু'পাশে দুষ্কৃতী তাণ্ডব কারও নজর এড়াচ্ছে না। প্রথম দিকে রাতের অন্ধকারকে হাতিয়ার করেই গাছ মাফিয়ারা চুরি করত। এখন প্রকাশ্যে এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতী অবাধে সরকারি গাছ কেটে নিয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দা অমল পাল বলেন, সবই চোখের সামনে ঘটছে। কিন্তু মুখ খোলার উপায় নেই। মুখ খুললেই দুষ্কৃতীদের আক্রোশে পড়তে হবে। বেগুনবাড়ির বাদিন্দা নজরুল ইসলাম বলেন, রোজ এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। গত তিনদিনে দশটি গাছ কেটে নিয়ে যেতে দেখেছি। তার চিহ্নও রয়েছে। প্রশাসন ব্যবস্থা না নিলে আমরা সাধারণ মানুষ কী করতে পারি।

একশো দিনের প্রকল্পে রাস্তার দু'পাশে কয়েক হাজার গাছের চারা রোপন করা হয়েছিল কয়েক বছর আগে। সঠিক পরিচর্যা প্রায় সিংহভাগ গাছ বাঁচানো গিয়েছে। আকৃতিতেও বেশ বড় হয়ে গিয়েছে সেগুলি। গাছগুলি কেটে নিয়ে গিয়ে ফার্নিচারের কাঠ ও জ্বালানি হিসাবে বিক্রি করছে মাফিয়ারা। পরিবেশ রক্ষায় একদিকে এক শ্রেণির মানুষ নিঃস্বার্থভাবে গাছ লাগিয়ে চলছেন। আবার এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী অবাধে সেই গাছ কেটে প্রতিনিয়ত পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করছে। দুষ্কৃতীদের ভয়ে প্রতিবাদে সাহস পাচ্ছেন না সাধারণ মানুষ। প্রশ্ন, প্রশাসন নীরব কেন?

তিনমাস ধরে মিলছে না রেশনের সামগ্রী, প্রতিবাদে পথ অবরোধ, পুলিশের সঙ্গে বচসা স্থানীয়দের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুরিয়া: গত তিনমাস ধরে রেশন না পাওয়ায় রাস্তা জ্যাম করে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় লোকজন। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে, জামুড়িয়ার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নিঘা এলাকায়। এদিন সকাল থেকে রেশন না পাওয়ায় স্থানীয় গ্রাহকরা ক্ষুব্ধ হয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জামুরিয়া থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন রেশনের চাল, আটা না পেয়ে ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা পুলিশের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। স্থানীয় লোকজন জানান, গত দুই-তিন মাস ধরে রেশন না পেয়ে বারবার এসে রেশন দেওয়ার কথা থাকলেও আজও রেশন পাননি। এ বিষয়ে ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রতিনিধি ভোলা পাসওয়ান বলেন, ১০ নম্বর ওয়ার্ডের মানুষরা যে রেশন ঠিকমতো পাচ্ছেন না একথা স্বীকার করে তিনি বলেন, এই পুলিশ এবং ফুড অফিসারকে খবর দেওয়া হয়েছে। কেন এলাকার মানুষ সব ঠিকমতো রেশন পাচ্ছেন না সে

বিষয়ে স্থানীয় মানুষদের জানাতে হবে ফুড অফিসার ও রেশন ডিলারকে। পাশাপাশি তিনি বলেন, এই বিষয়ে সঠিকভাবে তদন্ত করা উচিত। যদি অভিযুক্ত রেশন ডিলার দোষী সাব্যস্ত হন তাহলে অবিলম্বে তার লাইসেন্স ক্যান্সেল করে তাকে গ্রেপ্তার করা উচিত বলে মনে করেন তিনি।

মানুষ যাতে সঠিক সময়ে রেশন পায় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের অধীনস্ত ফুড ডিপার্টমেন্টের। কিন্তু বারবার এমন হয়রানির ঘটনা ঘটছে, যা নিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নোমান আশরাফ খান বলেন, পশ্চিমবঙ্গে রেশন দুর্নীতি নতুন কিছু নয়। যে দপ্তরের খাদ্যমন্ত্রী কারাগারে আছেন, তিনি এ বিষয়ে অনেকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছেন বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন, এখানে পুলিশ প্রশাসনের মধ্যস্থতায় সব রেশন ডিলারদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে এবং রেশন ডিলারদের বলতে হবে যে তাদের সঠিক সময়ে রেশন দিতে হবে অন্যথা অভিযুক্ত রেশন ডিলারকে ব্ল্যাকলিস্ট করতে হবে এবং রেশন ডিলারের গ্রেপ্তারির দাবিও জানান তিনি।

পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার গোগলা অঞ্চলে তৃণমূলের বিজয় মিছিলে নজরকাড়া ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে রাজ্যে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস। পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী ছিলেন শত্রুঘ্ন সিনহা। বিজেপি প্রার্থী আহলুওয়ালিয়াকে হারিয়ে জয়লাভ করেন শত্রুঘ্ন সিনহা। বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে জয়লাভ করেন তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। তৃণমূলের দুই প্রার্থীর বিপুল ভোটে জয়লাভের পর শুক্রবার পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিশাল বিজয় মিছিলের। মাধাইপুর কোলিয়ারের তৃণমূল কার্যালয় থেকে শেষ হয় মাদার বুনি কোলিয়ারির ফুটবল ময়দানে গিয়ে। মিছিলের অগ্রভাগে ছিল ঘোড়া সাওয়ার, ছিল মহিলা ঢাকি, এবং একে অপরকে সবুজ আবির মাখিয়ে, বাজি ফাটিয়ে, মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে এদিনের এই বিজয় মিছিলটি হয়।

মিছিলের উদ্যোক্তা গোগলা অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ জানান, তাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর পথনির্দেশেই তারা চলছেন। ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে আসানসোল কেন্দ্র থেকে শত্রুঘ্ন সিনহাকে ৬৫৬৭ ভোটের লিড দেয় গোগলা অঞ্চল। লিডের ভিত্তিতে যেটা পশ্চিম বর্ধমানে দ্বিতীয় এবং দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের প্রথম স্থান অধিকার করে গোগলা অঞ্চল। গৌতম বাবু জানান, আজকের এই বিজয় মিছিলে মহিলা ও পুরুষ মিলে আনুমানিক প্রায় আট হাজার তৃণমূল কর্মী সমর্থক অংশ নেয়।

বুজিয়ে দেওয়া হচ্ছে প্রায় ২০০ বছরের পুরনো পুকুর, প্রশাসনের পক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ড। এখানেই গড়দরজা সংলগ্ন প্রায় দু'শো বছর পুরনো একটি মালিকানাধীন পুকুর ছিল। আজ তা অধিকাংশ ডাঙা জায়গায় পরিণত হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন পুকুরের আয়তন ছিল প্রায় সাড়ে দশকাঠা। রাতের অন্ধকারে প্রায় দেড় থেকে দু'বছর সময় নিয়ে ধীরে ধীরে মাটি ফেলে এই পুরনো পুকুর বন্ধ করে দিয়েছে কেউ বা কারা। স্থানীয় বাসিন্দা এবং স্থানীয় তৃণমূলের কাউন্সিলর জানান, এই পুকুরের জলে উপকৃত হত এলাকার বহু মানুষ। ধীরে ধীরে পুকুরটি বন্ধ করে দেওয়ার জন্য একদিকে তীব্র দাবদহ অন্যদিকে পুকুর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যার মুখে পড়তে হয় এলাকার মানুষকে। স্থানীয় মানুষজন এবং স্থানীয় কাউন্সিলর আরো জানাচ্ছেন, প্রায় এক দেড় বছর সময় ধরে বিভিন্ন দপ্তরে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ জানিয়েছেন কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। পুকুর আগের অবস্থায় ফিরে আসেনি। এলাকার মানুষ চাইছেন প্রশাসন যাতে বিষয়টি নিয়ে

হস্তক্ষেপ করে এবং পুকুর যাতে আগের অবস্থায় ফিরে আসে তার সুবন্দোবস্ত করুক প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় এই পুকুরটির মালিক রয়েছে বেশ কয়েকজন শরিক। তাদের কেউ জানাচ্ছেন পুকুর বোজানোর বিষয় নিয়ে তারা অবগত নয়। তারা জানেন না কে এই পুকুর বুজিয়েছে। অন্য আরেক মালিকপক্ষ জানান, পুকুর কেউ বন্ধ করেনি বহু পুরনো তাই স্থানীয়রাই ধীরে ধীরে আবর্জনা ফেলে পুকুর বন্ধ করে দিয়েছে। তবে তারাও চাইছেন পুকুর আগের অবস্থায় ফিরে আসুক। তবে প্রশ্ন উঠছে কে বা কারা এই পুকুর বন্ধ করে দিল?

বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ জানান, বিষ্ণুপুর পুরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ডে পুকুর ভরাটের অভিযোগটা শুনেছি এবং বিষয়টি ইতিমধ্যেই মহকুমা শাসক ভূমি সংস্কার দপ্তরে জানিয়েছেন। তড়িঘড়ি এই পুকুর নিয়ে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। অবিলম্বে যারা এই পুকুর ভরাট করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বেআইনিভাবে কোন পুকুর ভরাট প্রশাসনিকভাবে বরদাস্ত করা হবে না। যদি দেখা যায় বেআইনিভাবে এই পুকুর ভরাট হচ্ছে তবে আইনি ব্যবস্থার পাশাপাশি এই পুকুরকে পুরনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে।

জল, জমি, জঙ্গলের দাবিতে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের কাছে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: জল, জমি, জঙ্গলের দাবিকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে এবার খনি অঞ্চল রানিগঞ্জে ঐতিহ্যবাহী আদিবাসী গ্রামসভার পক্ষ থেকে শুক্রবার রানিগঞ্জের সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে ও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে ৬ দফা দাবি সম্বলিত দাবিপত্র তুলে দিল আদিবাসী সমাজের সদস্যরা। এদিন তারা তাদের ছয়দফা দাবিতে খেলার মাঠ দখল, আইসিডিএস সেন্টারের সংলগ্ন এলাকার জমি দখল, ও পুকুর সংলগ্ন এলাকার জমি দখল, সহ আদিবাসীদের শ্রদ্ধার স্থল জাহের থান তৈরির জমি দেওয়ার দাবি জানায়।

প্রথমেই এদিন তারা বিক্ষোভ মিছিল করে সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরে, সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের হাতে তাদের দাবি পত্র তুলে দেন। সেই দাবি পত্র এদিন রানিগঞ্জের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শুভদীপ গোস্বামী খতিয়ে দেখে, বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিএলআরও'র সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের জন্য উদ্যোগ নেবেন বলে আশ্বাস দেন। এরপর ওই আদিবাসী সংগঠনের সদস্যরা রানিগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক সুব্রত বিশ্বাসের কাছে তাদের দাবি পত্র তুলে ধরলে, তিনি সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে, জমিগুলি কিরূপ অবস্থায় রয়েছে, সে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য দেখে, ওই সকল জমিগুলির সম্পর্কে কি তথ্য রয়েছে তা তিনি তুলে ধরেন। একই সঙ্গে খেলার মাঠ ও আইসিডিএস কেন্দ্র সহ অন্য সকল অংশে, তিনি কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিনিধি পাঠিয়ে সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে খোঁজখবর করবেন বলে জানান। এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রসঙ্গে, আদিবাসী সংগঠনের নেতৃস্থানীয়রা দাবি করেছেন এ বিষয়ে সরকারি দপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ না করলে, তারা আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবেন।

আসানসোল পুর নিগমের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত তৃণমূলের : চৈতালি তিওয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোল লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে শত্রুঘ্ন সিনহা জয়লাভ করলেও রাজনৈতিক তরজা এখনো থামছে না। আসানসোল পুর নিগমের বিরোধী দলনেত্রী চৈতালি তিওয়ারি ভিডিও বার্তায় বলেন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে আসানসোল পুর নিগমের অন্তর্গত ১০৬ টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৭৬ টা ওয়ার্ডে এগিয়ে বিজেপি।

মাত্র ৩০টা ওয়ার্ডে এগিয়ে তৃণমূল। তাই আসানসোল পুরনিগমে মেয়রের চেয়ারে বিধান উপাধ্যায়ের বসে থাকার কোনও অধিকার নেই বলে দাবি করেন তিনি। অপরদিকে চৈতালি তিওয়ারির আরো অভিযোগ বিজেপিকে ভোট দেওয়ার কারণে কুলটির একাধিক অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে আসানসোল পুরনিগম। যা এই প্রচন্ড দাবদাহে মানুষ সুলভ আচরণ নয়। ঘটনা প্রসঙ্গে আসানসোল পুরনিগমের মেয়র পরিষদ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, সামনের পুরসভা নির্বাচনে পুনরায় বিজেপি তাদের দলীয় অবস্থান বুঝতে পারবে। জল সরবরাহ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আসানসোল পুরনিগম কোনওদিন রাজনৈতিক ভেদাভেদ করে না সবাইকে সুষ্ঠু পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর তারা।

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, ক্যামেরা জগত থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তবে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ান পুর নিগমের বিরোধী দলনেত্রী। উল্লেখ্য, পানীয় জলের দাবিতে শুক্রবার বিক্ষোভ দেখায় কুলটির ডিশেরগড়ের একাংশের বাসিন্দারা।

লাইন আম্পায়ার হিসেবে উইম্বলডন খেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন বাংলার ২ যুবক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্রীরামপুর: বিশ্ব টেনিসে অন্যতম ঐতিহ্যশালী টুর্নামেন্ট উইম্বলডন। আর সেই টুর্নামেন্টে থাকছে বাংলার বড় দায়িত্ব। এমনটা প্রথম নয় যদিও। এ বার থাকছেন শ্রীরামপুরের দুই যুবক। লন্ডনে উইম্বলডনের ম্যাচ খেলাবেন বাংলার দুই। আগামী ২০ তারিখ তাঁরা রওনা হচ্ছেন লন্ডনের উদ্দেশ্যে। সেখানে লাইন আম্পায়ার হিসেবে খেলা পরিচালনার দায়িত্বে থাকবেন হুগলির শ্রীরামপুরের সৈকত রায় ও সোমনাথ মান্না। টেনিস অনুরাগীদের কাছে এই গ্র্যান্ড স্লাম ইভেন্ট খুবই জনপ্রিয়। তারকা প্লেয়াররাও মুখিয়ে থাকেন এই টুর্নামেন্টে নামার জন্য। নোভাক জকোভিচ, কার্লোস আলকারাস, আরিয়ানা সাবালেঙ্কা, ইগা স্বোয়াতেকদের মতো তারকাদের পাশাপাশি অনেক উঠতি প্রতিভাকেও দেখা যাবে। জকোভিচের মতো কিংবদন্তিকে দেখার সুযোগ পেলে কেউই হাতছাড়া করতে চাইবেন না। সারা বিশ্বের টেনিস অনুরাগীরা স্ট্যান্ডে হাজির থাকবেন। খেলোয়াড়দের লক্ষ্য থাকে উইম্বলডন গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতা। যে টুর্নামেন্টে আজও তার কৌলিন্য ধরে রেখেছে। সেই খেলা পরিচালনা করার মতো গুরুদায়িত্ব পালন করতে লন্ডন পাড়ি দিচ্ছেন শ্রীরামপুরের দুই আম্পায়ার সৈকত ও সোমনাথ। ১০ বছরের বেশি সময় ধরে এই প্রতিযোগিতায় আম্পায়ারিং করে আসছেন সৈকত রায়। হুগলির শ্রীরামপুরের মাসির বাড়ি সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সৈকত। একটা সময় হাত খরচ চালানোর জন্য লন টেনিস প্রতিযোগিতায় আম্পায়ারিং শুরু করেন। ১৯৯৮ তে কলকাতায় উইম্বলডন এর মূল রেফারি মিস্টার জেরী আর্মস্ট্রং এসেছিলেন। সেখানে সৈকত রায়ের সঙ্গে আলাপ। সেই থেকেই আর্মস্ট্রং অনুপ্রেরণা জোগান সৈকত, সোমনাথদের। আম্পায়ারিংটাকে প্রফেশন হিসেবে বেছে নেওয়ার ভরসা দেন। এরপর থেকে বছর দশেক পেরিয়ে যাওয়ার পর হঠাৎই একদিন ডাক আসে লন্ডনে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় লাইন আম্পায়ার হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য। সেই ২০১০ সালে শুরু তারপর থেকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি সৈকত রায়কে। একের পর এক গ্র্যান্ড স্লাম টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের আম্পায়ারিং করিয়ে আসছেন সৈকত রায়। কাছ থেকে দেখেছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সব টেনিস তারকাদের খেলা। একই সঙ্গে ২০১১ সাল থেকে উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় লাইন আম্পায়ার হিসেবে সুযোগ পান শ্রীরামপুর নগার বাসিন্দা সোমনাথ মান্না। তিনিও ২০ তারিখ রওনা দেবেন লন্ডনের উদ্দেশ্যে। এই বছর উইম্বলডন শুরু হবে ১ জুলাই। গোটা বিশ্বের নজর থাকবে প্রতিযোগিতায়। আর সেই টুর্নামেন্টের বিভিন্ন ম্যাচ পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত থাকবেন শ্রীরামপুরের দুই বাঙালি সৈকত ও সোমনাথ।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭ ফোন নং - ০২৩-৬৮৫৫৭৭২৫/৬১৩/৯৮৩০০৮১৪০৫/৭৯৮০৯২০২৫৩ ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।

ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।

ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. প্রতীকী দখলের তারিখ ৩. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১. শ্রীমতি লোপামুদ্রা ব্যানার্জি এবং শ্রী সঞ্জিত কুমার সিং ২. ১৯৩০৬৭৫১০০০০০২৩১	১. ২৪.০১.২০২৩ ২. ০৫.০৪.২০২৩ ৩. ১২.০৬.২০২৪ ৩. ১৯,০০,৬৩৮ টাকা (উনিশ লাখ ছশো আটত্রিশ টাকা) ০৮.০৮.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ উত্তর দিকে ফ্ল্যাট ২য়তলে উক্ত 'চৈতালি অ্যাপার্টমেন্ট' নামে পরিচিত ভবনে পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৪২৩ বর্গফুট সম্পত্তি এলআর খতিয়ান নং ১১৭৬১ এবং ১১৭৬২, ১৬৮৩৮ এলআর প্লট নং১৭৭১/৩১৩৮(আরএস প্লট নং ১৭৭১) 'বাস্তু' পরিমাণ এরিয়া ০.০৭ একর -মোট এরিয়া ০.১৯ একর থেকে এবং তদস্থিত নির্মাণ, পুরসভা হোল্ডিং নং ১২২, মহল্লা-মনসা পাড়া, ওয়ার্ড নং ১৬, কাটোয়া পুরসভা, অবস্থিত মৌজা : কাটোয়া, জেএল নং ২১, থানা : কাটোয়া এবং জেলা বর্ধমান, কাটোয়া পুরসভা অধীন, চৌহদ্দি :উত্তরে :শ্রী এস দে এবং শ্রীমতি সি দে এর সম্পত্তি,দক্ষিণে : ভারতী সংঘ ক্লাব, পূর্বে: সুমন্ত্র বটব্যালের সম্পত্তি, পশ্চিমে : পুর পাকা সড়ক।

তারিখ : ১৫.০৬.২০২৪, স্থান : কাটোয়া **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

ক্যান্সার রোগীদের জন্য নিজের চুল দান করলেন বর্ধমানের লাবনী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ক্যানসার রোগীদের জন্য নিজের চুল দান করে নজির গড়লেন বর্ধমানের এক গৃহবধূ। তার এই কাজে খুশি তার পরিবার সহ এলাকাবাসী। যেখানে নারীর সৌন্দর্য হল তার মাথার চুল। নারীর মাথায় একগোছা লম্বা ও রেশমি চুল মানেই সে অপরূপা। কোনও নারীকে পছন্দ করার আগে প্রত্যেকটি পাত্র পক্ষের চিন্তা ভাবনা থাকে ওই নারীর চুল কেমন হবে। আর এই নারী সৌন্দর্য ভাগ করে নিতে ক্যান্সার রোগীদের জন্য নিজের মাথা ন্যাড়া করে চুল দান করে নজির গড়লেন পূর্ব বর্ধমানের কালনাগেট এলাকার গৃহবধূ লাবনী বৈরাগী কুন্ডু।

লাবনী দেবী জানিয়েছেন, প্রায় বছর দুয়েক আগে একটি রিয়ালিটি শোতে দেখেন একটি ছোটো মেয়ে ক্যান্সার রোগীদের জন্য তার মাথার চুল দান করেছেন। এরপর সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখি কয়েজন মহিলা এমনকী কয়েকজন পুরুষও চুল দান করেন। আর এরপর থেকে তিনিও এই বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে থাকেন। অন্যদিকে ছেলে ছোটো

থাকার জন্য একটু সময় নিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেয়ার ডোনেশন সোসাইটির সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের হাতে সমস্ত চুল তুলে দেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, ক্যান্সার একটি মারণ রোগ। ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের কেমো দেওয়ার পর ধীরে ধীরে তাদের মাথার চুল উঠতে শুরু করে। একদিকে ক্যান্সারের মতো একটি মারণ রোগ অন্যদিকে মাথার চুল উঠে যাওয়া এই দুই নিয়ে ভীষণ ভাবে ভেঙে পড়েন রোগীরা। তাই এই মারণ রোগে আক্রান্তদের পাশে থাকতে লাবনী দেবীর এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছেন এবং এই কাজে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানিয়েছেন লাবনী দেবী। লাবনী দেবীর এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন তার পরিবারের সদস্যরা ও এলাকার মানুষ। লাবনী দেবীর স্বামী সূর্যজিৎ কুন্ডু বলেন, বিষয়টি জানার পর ভেবেছিলেন বিষয়টি খুব সুন্দর একটা উদ্যোগ। যেহেতু সন্তানের বয়স কম থাকায় একটু সময় নিয়ে ছিলেন। এরপরে সঠিক জায়গায় যোগাযোগ করে কাজটা করা হয়।

শাশুড়ি রীনা কুন্ডু জানিয়েছেন, বউমার এই বিষয়টি আগে জানতেন না। পরে জানার পর একটু খারাপ লাগলেও পরে বোঝা যায় এটা একটা বেশ ভালো উদ্যোগ। প্রতিটি ঘর থেকে যদি এরকম যুবক-যুবতীরা এই কাজের পাশাপাশি স্বেচ্ছায় রক্তদান, কিডনি দান বা এই ধরনের আরও কিছু কাজ করে থাকেন তাহলে সমাজ আরো এগিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন রীনা দেবী।

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পুর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কোলকাতা

L&T Finance

[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভূক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H00541300921125227 & H00541300921091309	1. ঋণগ্রহীতা হিসাবে মেসার্স সাই মিরাকল ষ্টকলিষ্ট মোরলেস (ইহার স্বত্বাধিকারী ভরত এ. দাদলানি মাধ্যমে) 2. সহ-ঋণগ্রহীতা হিসাবে ভরত এ. দাদলানি	অনুসূচি-I সমস্ত খণ্ড ও অংশের সম্পত্তির ঠিকানা : 57 বর্গফুটের টেরেস এরিয়া এবং একটা আচ্ছাদিত কার পার্কিং জায়গা নং সি-21 ব্যবহার করার অধিকারের সঙ্গে একত্রে ''সানরাইজ হাইটস'' হিসাবে বিদিত ইমারতে 1709 বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাপের 18 তলে ফ্ল্যাট নং 1803, টাইপ ই, যেটা পরিসর নং 134এ, বেলেঘাটা রোড, কোলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ 700015'তে অবস্থিত।	26-03-2024	04/03/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ1,42,95,873.32/-	11-06-2024 প্রতীকমূলক দখল নেওয়া
H17299130821120547 & H17299250821021414	1. ঋণগ্রহীতা হিসাবে মেসার্স বীণাপাণী ইলেক্ট্রিক (ইহার স্বত্বাধিকারী স্বপন কুমার ঘোষ মাধ্যমে) 2. ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, 3. স্বপন কুমার ঘোষ সহ-ঋণগ্রহীতা/গণ হিসাবে	অনুসূচি-I জমির সমস্ত খণ্ড ও অংশের পরিমাপ 1 কাঠা এবং 30 বর্গফুট, একত্রে যার ওপর কাঠামো অধিষ্ঠিত আছে আর যেটা মৌজা – কৃষ্ণপুর, জে.এল. নং 17, আর.এস. নং 180, তৌজি নং 228/229, হাল দাগ নং 2228, খতিয়ান নং 989, পরগণা – কলিকাতা, হোল্ডিং নং134/07/2260, থানা – রাজারহাট, জেলা – উত্তর 24 পরগণা, 32 নং ওয়ার্ড অধীনে, বিধাননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সীমার মধ্যেই অবস্থিত। সীমানা: পূর্ব – দাগ নং 2228 এবং কৃষ্ণপুর রোড; পশ্চিম – বন্দনা ভট্টাচার্য্য; উত্তর – দাগ নং 2228; দক্ষিণ – 10 ফুট চওড়া রাস্তা এবং কমন প্যাসেজ	06-04-2024	01/04/2024 তারিখের হিসাবে টাঃ32,50,264.38/-	12-06-2024 প্রতীকমূলক দখল নেওয়া

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 15.06.2024
স্থান: কোলকাতা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত আধিকারিক
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে ১৫-১৬টি বাড়ি ভাঙচুর, উত্তেজনা গোঘাটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভোট মিটতে না-মিটতেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে জেরবার তৃণমূল কংগ্রেস। এবার প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরামবাগ মহকুমার গোঘাট-১ ব্লকের শাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্মা গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির গোষ্ঠীর সঙ্গে শাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে প্রায় ১৪ থেকে ১৫ টি বাড়ি ভাঙচুর। মূলত এলাকা দখলকে কেন্দ্র করেই কি এই অশান্তি? গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এতটায় আকার ধারণ করে যা কিছুক্ষণের মধ্যেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। চলে দফায় দফায় বাড়ি ভাঙচুরের ঘটনা। পরিস্থিতি এতটাই রণক্ষেত্র আকার ধারণ করে যে, এলাকায় পুলিশ পিকেট বসাতে হয়। এই সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে শাওড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্মা গ্রাম উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখানে বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই স্থানীয় তৃণমূল নেতা সৌরভ মণ্ডল ও আব্দুল্লাহ হামজার মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চলছিল। লোকসভা ভোটের আগেই চলছিল চাপানউতোর। সেই ঘটনার বহিঃপ্রকাশ ঘটল বাড়ি ভাঙচুরের মাধ্যমে। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে গোঘাট-১পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায়ের অনুগামী সৌরভ নাকি পঞ্চায়েত সদস্য হামজার অনুগামীদের ১৫টি বাড়ি ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনার পর থেকে সৌরভ মণ্ডল পলাতক। এই ঘটনায় তিনজন তৃণমূল কর্মী আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। যদিও এই ঘটনায় ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায়। এই মুহূর্তে শাওড়ার বর্মা গ্রামে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত গোঘাট প্রশাসন একজনকে গ্রেপ্তার করেছে বলে জানা গেছে। শেখ মুসলিম হক, শেখ রাজেশ হামজারা অভিযোগ করে বলেন, পর পর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়। মোটর বাইক বাহিনী এসে তাণ্ডব চালায়। সৌরভ মণ্ডলের বাহিনী এই তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ করে তারা। এই বিষয়ে শাওড়া পঞ্চায়েতের সদস্য শেখ আব্দুলা হামজা বলেন, আমার বাড়ি থেকে শুরু করে ১৫-১৬ টি বাড়িতে হামলা করা হয়। বাড়ির মেয়েদের উপর অত্যাচার করা হয়। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিজয় রায় বলেন, আমার অনুগামী বলে কেউ নেই। দল ওখানে যুক্ত নয়। একটা খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র উত্তেজিত গ্রামবাসী ওই ঘটনা ঘটিয়েছে। এই ব্যাপারে গোঘাট পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় খাঁ জানান, সৌরভ মণ্ডলের নেতৃত্বে সিপিআইএমের কিছু হার্মাদদেরকে নিয়ে এই তাণ্ডব চালানো হয়েছে। অপরদিকে গোঘাট-১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সঞ্জিত পাখিরা জানান, পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও গোষ্ঠী কোন্দলের সম্পর্কই নেই। তিনি গোষ্ঠী কোন্দলের অভিযোগকে একেবারে ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছেন। সবমিলিয়ে ওই ঘটনাকে কেন্দ্র শাওড়া অঞ্চলে চাপা রাজনৈতিক উত্তেজনা।

বার্ড ফ্লু আক্রান্ত শিশুর বাড়িতে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মানবদেহে বার্ড ফ্লু'র সংক্রমণ খতিয়ে দেখতেই মালদার কালিয়াচকে আক্রান্ত শিশুর বাড়িতে গেলেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তিন সদস্যের প্রতিনিধি দল। শুক্রবার কালিয়াচক ১ ব্লকের আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিলামপুর এলাকার আক্রান্ত ওই শিশুর বাড়িতে যান রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ দীপঙ্কর মাঝি সহ তিনজন কর্মকর্তা। সেখানেই আক্রান্ত শিশুর পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। তবে পরিস্থিতি খুব উদ্বেগজনক নয় বলেও রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ দীপঙ্কর মাঝি জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে শিশুর শরীরে পশু-পাখির রোগের সংক্রমণ মিলতেই গোটা আলিপুর ২ গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়েছে। করোনার মতো এই রোগ মানব দেহে দ্রুত ছড়াতে পারে কিনা তা নিয়েও রীতিমতো চিন্তিত রয়েছেন আক্রান্ত শিশুর পরিবার থেকে সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামের বাসিন্দারা।

এদিন ওই শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করে কথা বলার পর কালিয়াচক ১ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের নিয়েও এক প্রস্তর বৈঠক করেন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা।

যদিও আক্রান্ত শিশুর মা এবং বাবা জানিয়েছেন, গত চারমাস ধরে তার ছেলে জ্বরে আক্রান্ত রয়েছে। প্রায় দিনই অক্সিজেন দিতে হচ্ছে। একবার অক্সিজেন দিতে গেলে এক হাজার টাকা করে খরচ হচ্ছে। ঘটিবাটি বিক্রি করে তাঁরা ছেলের কোনওরকমে চিকিৎসা চালাচ্ছেন। এই অবস্থায় ভালো চিকিৎসা পরিষেবার দাবিও জানিয়েছেন আক্রান্ত শিশুর পরিবার। তাঁরা দাবি করেছেন, ছেলের বার্ড ফ্লু হয়েছে। কিন্তু জানুয়ারি মাসের এই রোগ এতদিন পর কেন জানানো হলে তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

উল্লেখ্য, সিলামপুর এলাকার চার বছরের শিশুর গত জানুয়ারি মাসে জ্বর, পেটে ব্যথা, বমি নিয়ে মালদা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। প্রায় একমাস চিকিৎসা চলার পর ওই শিশুকে মালদা থেকে কলকাতার নীলরতন সরকার হাসপাতালে রেফার করা হয়। এরপরই ওই শিশুর রক্ত সহ শারীরিক সমস্ত নমুনা সংগ্রহ করে মহারাষ্ট্রের পুনেতে চিকিৎসক বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠানো হয়। প্রায় পাঁচ মাস পর গত তিনদিন আগে বার্ড ফ্লু জড়িত সংক্রমণ ওই শিশুর শরীরে মিলেছে বলে রিপোর্টে পাঠানো হয়। আর তারপর থেকেই রাজ্যজুড়ে চরম শোরগোল পড়ে যায়। ভারতের ইতিমধ্যে মহারাষ্ট্রের একজন এবং পশ্চিমবঙ্গের মালদার কালিয়াচকের একজন মোট দুই মানবদেহে এই ধরনের পশু- পাখির রোগের সংক্রমণ মিলেছে। যা অতীতে ভারতবর্ষের কোথাও কোনওদিন দেখা যায়নি। বিগতদিনে বাংলাদেশে একজন ব্যক্তি বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হয়েছিল বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা ডাঃ রাজ্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা দীপঙ্কর মাঝি বলেন, বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে এসেছিলেন। আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। তবে ওই শিশু এবং তার পরিবার নজরদারিতেই থাকবে। পাশাপাশি পুরো বিষয়ের রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে জমা দেওয়া হবে।

সুকান্ত মজুমদারের হাত ধরে হিলি-তুরা করিডোর বাস্তবায়িত হবে, আশা জেলাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেছেন বালুরঘাটের সাংসদ ডঃ সুকান্ত মজুমদার। শিক্ষা ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ইতিমধ্যে দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি। মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বভার নেওয়ার পরেই পিছিয়ে পড়া প্রান্তিক দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য হিলি থেকে তুরা পর্যন্ত করিডর নিয়ে দপ্তরের প্রাক্তন মন্ত্রী বিএল বর্মা'র সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা করেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অধিকারিকদের কাছ থেকে ফাইলগুলি দেখেন। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উন্নয়ন মন্ত্রকের দায়িত্ব নেওয়ার পরেই পিছিয়ে পড়া জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য হিলি-তুরা করিডর নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের এই উদ্যোগে খুশী জেলাবাসী। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার ফলে হিলি-তুরা করিডর বিষয় নিয়ে সুকান্ত মজুমদারের উদ্যোগে জেলাবাসীর প্রত্যাশা এবার হিলি-তুরা করিডোর দ্রুত বাস্তবায়িত হবে। দীর্ঘ দিন ধরে হিলি-তুরা করিডর ব্যবস্থাকে বাস্তবায়িত করার জন্য জেলাবাসী আন্দোলন করে আসছিল। এই মন্ত্রকের দায়িত্ব পাওয়ার পরে স্বভাবতই তাঁর দিকে তাকিয়ে জেলার মানুষ।

উল্লেখ্য, বালুরঘাট থেকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে হিলি-তুরা করিডরটি চালু হলে উত্তরপূর্ব ভারতের মেঘালয় সহ রাজ্যগুলির যোগাযোগে বিপ্লব ঘটবে। শুধু ভারতেরই নয় উপকৃত হবে বাংলাদেশের উত্তরের জেলাগুলিও। কৃষি, খনিজ ও অন্যান্য পণ্যের ব্যবসা ক্ষেত্রের পাশাপাশি দুই দেশের লোক সংস্কৃতি এবং সম্পর্কেরও উন্নতি ঘটবে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে বালুরঘাট থেকে তুরার দূরত্ব প্রায় ৯০০ কিমি। আর এই করিডর তৈরি হলে এই দূরত্ব কমে মাত্র ৮২ কিমি হবে। প্রস্তাবিত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য 'জয়েন্ট মুভমেন্ট ফর করিডর কমিটি' নামে একটি সংগঠন দীর্ঘদিন থেকেই সরব হয়েছে। বালুরঘাট লোকসভা আসন থেকে দ্বিতীয়বারের জন্য জয়ী হয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী হওয়ার ফলে হিলি-তুরা করিডর বাস্তবায়নের জন্য এবার সুকান্ত মজুমদারের দিকেই তাকিয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মানুষ। এ বিষয়ে ডঃ সুকান্ত মজুমদার বলেন, পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তিনি।

দুই কলেজের ছাত্রদের সংঘর্ষে উত্তাল বেলদা কলেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: দুই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়ালো বেলদা কলেজে। ভাঙচুর করা হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত সংসদ অফিস। সংঘর্ষের ঘটনায় আহত হয়েছে ২৫ জন পড়ুয়া। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চারজনকে ভর্তি করা হয়েছে বেলদা গ্রামীণ হাসপাতালে। জানা গেছে, বেলদা কলেজে খড়গপুর কলেজ ও কাশমুলি গভর্মেন্ট কলেজের পড়ুয়াদের ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা কেন্দ্র ছিল। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার পরীক্ষা কেন্দ্রে এক পড়ুয়ার মোবাইল হারিয়ে যাওয়াকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের সূত্রপাত। শুক্রবার প্রথম সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর খড়গপুর কলেজের পড়ুয়ারা বেলদা কলেজের ছাত্র সংসদের অফিসে ভাঙচুর চালায়। ভেঙে দেওয়া হয় যাবতীয় আসবাবপত্র, ছিঁড়ে ফেলা হয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের বিভিন্ন কাটআউট, ফেস্টুন, পতাকা। এরপর পাল্টা বেলদা কলেজের ছেলেরা প্রতিরোধ করলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। ঘটনায় দু'পক্ষের প্রায় ২৫ জন পড়ুয়া আহত হয়। ঘটনাস্থলে বেলদার এসডিপিও'র নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ বেশ কয়েকজনকে আটক করেছে।

'মাইনাস' তত্ত্ব মানতে নারাজ কাউন্সিলর

মনোজ চক্রবর্তী ● উলুবেড়িয়া

লোকসভা নির্বাচনের আগে হাওড়া গ্রামীণ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অঘোষিত নিয়ম জারি ছিল। যে সব বুথে বা এলাকায় দল পিছিয়ে পড়বে অর্থাৎ মাইনাস থাকবে-সেখান থেকে পদাধিকারীদের পদ ছাড়তে হবে। বলাই বাহুল্য লোকসভা নির্বাচনের পর দেখা গিয়েছে বেশ কিছু বুথে মাইনাস তৃণমূল কংগ্রেস। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের উলুবেড়িয়া কেন্দ্রের প্রার্থী সাজদা আহমেদ দুই লক্ষাধিক ভোটে জয়লাভ করার পরেও উঠে আসছে 'মাইনাস'- চর্চা। এখনো রাস্তাঘাটে চায়ের দোকানে তৃণমূল কংগ্রেসের কোন বুথে কত মাইনাস হল তা কান পাতলেই শোনা যায়। এরমধ্যেই মাইনাস বুথগুলির মধ্যে পজিটিভ ফল করেছে উলুবেড়িয়া পূর্ব বিধানসভার উলুবেড়িয়া পুরসভার এলাকার ৩ নম্বর। এখানেও এবারের লোকসভা নির্বাচনে ফল ঘোষণার পথ দেখা দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৪৪৭ ভোটে পিছিয়ে রয়েছে। কিন্তু তৃণমূল থিম ট্যাংকের দাবি এটি পিছিয়ে থাকা নয় বরং এগিয়ে যাওয়ার। পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে এই ওয়ার্ডে গত বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেস ১৪৫২ ভোটে পিছিয়ে ছিল। সেই সময়েও তৃণমূলের স্থানীয় নেতৃত্বের প্রতি প্রকাশ করেছিলেন বিধায়ক বিদেশ বসু। যদিও শেষ পুরভোটে এই ওয়ার্ড থেকে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন নামী চিকিৎসক সুমন সাঁপুই। আর এখানেই উলুবেড়িয়া পুর এলাকায় রীতিমতো চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে ৩ নম্বর ওয়ার্ডটি। পুরভোটে বিপুল জয়-আবার বিধানসভা ভোটে ১৪৫২ ভোটে পিছিয়ে এবং লোকসভা ভোটে ৪৪৭ ভোট পিছিয়ে। ভোট পরিসংখ্যানে এই সাপ লুডো খেলাই এখন উলুবেড়িয়া পুরসভা জুড়ে চর্চার বিষয়। যদিও লোকসভা ভোটে এই মাইনাসকে মাইনাস বলতে নারাজ কাউন্সিলার সুমন সাঁপুই। তার দাবি যে ওয়ার্ডে ১৪৫২ ভোটে পিছিয়ে থেকে লোকসভা ভোটে ৪৪৭ ভোটে পিছিয়ে থাকতে হয় -সেটা আসলে এগিয়ে থাকার পরিসংখ্যান। অর্থাৎ ৯০৫ ভোট এই ওয়ার্ড থেকে রিকভার করতে পেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তাই তৃণমূলের অন্দরে মাইনাস নিয়ে যতই সাসপেনশনের আলোচনা হোক না কেন মাইনাসের মধ্যেও পজিটিভ মাইনাস বলে দাবি ওই এলাকার কাউন্সিলর সুমন সাঁপুইয়ের। বিষয়টি নিয়ে হাওড়া জেলা গ্রামীণের সাধারণ সম্পাদক বেনু কুমার সেন জানান, 'ওই ওয়ার্ড থেকে বেশ কিছু ভোট রিকভার করতে পারায় আমরা খুশি। এটি আসলে পজিটিভ সাইন। তবে ২৭ নম্বর ওয়ার্ড, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের মতো কয়েকটি ওয়ার্ডে কেন লিড কমল তা উঠে আসছে এই চর্চায়। এছাড়া ৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সুমন সাঁপুই জানান, 'কয়েকটি ওয়ার্ডে লিডও বেড়েছে। সামগ্রীকভাবে উলুবেড়িয়া পূর্ব কেন্দ্র এলাকায় বিধানসভার নিরিখে তৃণমূল কংগ্রেসের ফল ভালো হয়েছে।'

রক্তদান অনুষ্ঠানে বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রক্তদান উৎসবে বিজেপির ভ্রান্ত নীতি নিয়ে সোচ্চার মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের সংগঠন। লোকসভা নির্বাচন শেষে গ্রীষ্মকালীন রক্ত সংকট চলছে গোটা দেশজুড়ে। সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে মানুষের জন্য রক্তদান করতে উদ্যোগ নিল মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের সংগঠন অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ ইউনিয়ন। শুক্রবার ওই ইউনিয়নের বারাসাত শাখার উদ্যোগে বারাসাত সরকারি মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড হসপিটালের সামনে এই রক্তদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রায় ৪০ জন মেডিকেল রিপ্রেজেনটেটিভ রক্তদান করেন। সংগঠনের অন্যতম বর্ষীয়ান সদস্য অনুজ পাল বলেন, ১৯৭৫ এই সংগঠনের জন্ম। গত ৫০ বছর ধরে এই রক্তদানের কাজ চলছে গোটা রাজ্য জুড়ে। প্রতিবছর আমরা ১৩০০ ইউনিট রক্ত রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের হাতে তুলে দিই। তিনি বলেন কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আসার পর সেলস প্রোমোশন এমপ্লয়েজ অ্যাক্ট, ত্রিপাক্ষিক মিটিং পরিকল্পিত ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। শ্রমজীবী মানুষ আজ বঞ্চিত। তাদের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা চালাচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। ভ্রান্ত নীতির কারনে শ্রমজীবী মানুষ আজ ভয়ঙ্ক অবস্থার সম্মুখীন। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি ও লাগাতার আন্দোলন করে শ্রমিকের অধিকার আদায়ের চেষ্টা করছি।

বিদ্যুৎ দপ্তরের ঠিকা কর্মীদের কর্মবিরতি, বিক্ষোভ ও মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: প্রচন্ড দাবদাহের মধ্যে বিদ্যুৎ কর্মীরা কর্মবিরতির ডাক দিল। শুধু তাই নয়, প্ল্যাকার্ড হাতে মিছিল এবং বিক্ষোভও করেন তারা। ঘটনাটি ঘটিয়েছে হাসনাবাদের আমলানি সাব স্টেশনের হাইটেনশন লাইনের সাবস্টেশনে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, তারা তিন মাসের মাইনে পায় না। তাছাড়াও পিএফ, মেডিক্লেম ছময়াসের দেওয়া হয় না। বহুবার ঠিকাদার বিজি এন্টারপ্রাইজ এর মালিক এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে কোনও কাজ হয়নি। অগত্যা এই গরমের মধ্যেও শুক্রবার বিদ্যুৎ কর্মীরা কর্মবিরতি করে আন্দোলনে সামিল হল। তাদের দাবি তারা নিজেরা কোনও ফিডার বন্ধ করবে না। কিন্তু ৯টি ফিডারের মধ্যে কোনও ফিডার যদি ব্রেক ডাউন হয়, তাহলে সেই ফিডারের কোনও কাজ তারা করবে না। বিদ্যুৎহীন হয়ে থাকবে এলাকা। এই সাব স্টেশনের আন্ডারে হিঙ্গলগঞ্জ ব্লক, হাসনাবাদ ব্লক এবং টাকি পুরসভা সহ বিস্তীর্ণ এরিয়া আছে। এই গরমের মধ্যে যদি ব্রেক ডাউন হয়, তাহলে এলাকার মানুষের ভোগান্তির শেষ থাকবে না।

মহুয়া মৈত্রের জয়ে বিজয় মিছিল থেকে বোমা মারার অভিযোগ

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে আহত ৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: মহুয়া মৈত্র জয়ের পর নদিয়ার চাপড়ায় বিজয় মিছিল থেকে বোমা ছোড়ার অভিযোগ। তৃণমূলের দু'পক্ষের বচসার আহত কমপক্ষে নয়জন। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার চাপড়া থানার দুর্গাপুর অঞ্চলে। স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্গাপুর অঞ্চলে এলাকার বিধায়ক রুকবানুর রহমানের অনুগামীরা বিজয় মিছিল বের করে। সেই বিজয় মিছিল থেকে তৃণমূল নেতা জেবের শেখ অনুগামীর বাড়িতে বোমা মারার অভিযোগ ওঠে। এরপর দু'পক্ষের বচসা শুরু হলে শুরু হয় হাতাহাতি। ঘটনায় আহত হয় নয়জন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে আহতদের চাপড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। এদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মহুয়া মৈত্র জয়ের আনন্দে প্রকাশ্য দিবালোকে এবং মহিলাদের অন্তর্বাস পরিয়ে ডিজে বাজিয়ে নাচানো হয় বলেও অভিযোগ। এমন ছবি দেখে নিন্দার ঝড় রাজনৈতিক মহলে। যদিও বোমাবাজির ঘটনার দায় অস্বীকার করেছে চাপড়া ব্লক তৃণমূল সভাপতি শুকদেব ব্রহ্ম। তিনি জানান, বোমা নয় বিজয় মিছিল থেকে পটকা ফাটানো হয়েছিল আর তা থেকেই গন্ডগোলের সূত্রপাত। যেখানে পটকা ফাটানো হয় তার পেছনের বাড়ি থেকে ধরালো অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করতে আসে তার পরই উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। যদিও ঘটনার পর এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। আর গোটা ঘটনার তদন্তে চাপড়া থানার পুলিশ। যদিও এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা জেবের শেখের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

চুঁচুড়ায় দশম শ্রেণির ছাত্রকে বাগে আনতে বাড়ির লোকজন বাঁধল শিকল

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরতেই তুমুল চিৎকার। গোটা বাড়ি দাপিয়ে বেড়াতে থাকে। দশম শ্রেণির ওই ছাত্রকে বাগে আনতে গিয়ে রীতিমতো বেগ পেতে হয় বাড়ির লোকজনকে। শেষে বাঁধা পড়ল শিকলে। পরিবারের সদস্যদের সন্দেহ ভূতে ধরেছে তাঁদের ছেলেকে। খবর গেল ওঝার কাছে। ওঝার থেকে আনা হল জল পড়া, দেওয়া হল মাদুলি। কিন্তু, অবস্থার পরিবর্তন কোথায়। শেষে এলেন ডাক্তার। কিন্তু, শিকল বাঁধার খবর চাউর হতেই ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। ছুটে আসে বিজ্ঞান মঞ্চের লোকজনও। এল পুলিশ। চাঞ্চল্যকর ঘটনা চুঁচুড়ার কেওটার হেমন্ত বসু কলোনীতে। কিশোরের বাবা কার্তিক মালাকার জানান, 'প্রাইভেট পড়তে গিয়েছিল সেদিন। পড়ে বাড়িতে ফিরে চেঁচামেচি শুরু করে। আমরা তাঁকে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছিলাম না। হাত পা চালাতে থাকে। তখনই আমরা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা সিদ্ধান্ত নিই। অনেকে বলতে থাকে ভূতে ধরেছে। ওঝা ডাকার কথাও বলে। আমরা পূর্ব বর্ধমানের বড়শূলে ওঝার বাড়িও যাই। জল পড়া ও মাদুলি করা হয়। যদিও তাতে বিশেষ কাজ হয়নি। তারপরই ডাক্তার দেখাই।'

নাবালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত বাঁকড়া, ভাঙচুর বেসরকারি হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমজুড়: মামার বাড়িতে পুকুরে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে যায় ১২ বছরের এক শিশু। এরপর তাকে তড়িঘড়ি স্থানীয় বাঁকড়া কবর পাড়া এলাকায় এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। সেখানে ওই শিশুকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই হাসপালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা। যদিও পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয় সেই শিশুর দেহে প্রাণ আছে, আর সেই বিশ্বাস থেকেই শিশুটিকে স্থানীয় আরেকটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও সেইখানেও চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলেই ঘোষণা করেন। এরপর শিশুর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে আসা হলে ওই শিশু আচমকাই হেঁচকি তোলে, যদিও তারপর আর কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। এই ঘটনায় প্রতিবেশী সহ পরিবারের লোকজন মনে করেন ওই বেসরকারি হাসপাতাল এর চিকিৎসকরা ভালো করে পরীক্ষা করেনি। হাসপাতালে তাদের শিশুর তখন প্রাণ ছিল বলেই শিশুটির বাড়ির লোকেদের বিশ্বাস। এরপর উত্তেজিত প্রতিবেশীরা ও পরিবারের লোকজন এসে ওই হাসপাতাল ভাঙচুর করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে ডোমজুড় থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর মৃত শিশুটির নাম গলু আনসারি (১২)। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্তের পরই শিশুটির ঠিক কি পরিস্থিতিতে মৃত্যু হল তা সঠিকভাবে জানা সম্ভব হবে বলেই মনে করছেন ডোমজুড় থানার পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাপা উত্তেজনা রয়েছে হাওড়ার বাঁকড়া কবর পাড়া এলাকাতে। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে ওই শিশুটি তার মামারবাড়িতে থেকেই পড়াশোনা করত। ছেলেটির আসল বাড়ি বাঁকরা দোতলা মোড় এলাকাতে।

পরিবেশ সচেতনতা শিবির পুলিশ সুপারের অফিসে

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়ে এক সামাজিক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করল কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলা। শুক্রবার কৃষ্ণনগর এসপি অফিসে পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হল কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের তরফ থেকে। সেখানে 'জলবায়ু পরিবর্তনের ও অপরাধ জগত' এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার এসপি অমরনাথ কে, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম ঘোষ সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। এছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়া ও পরিবেশকর্মীদের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেই সঙ্গে পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে যে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল তার পুরস্কার প্রদান করা হয় এদিন। আগামীতেও সমাজের বিভিন্ন জনসচেতনতা নিয়ে এই ধরনের কর্মশালা অথবা সচেতনতা শিবির করা হবে বলে, পুলিশ সূত্রে খবর। সমাজের সঙ্গে পুলিশ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আর তাই সমাজের বিভিন্ন রকম সচেতনতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এই কর্মসূচি।

বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনে মতুয়াতেই ভরসা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: লোকসভা ভোটে মতুয়া গড়ে তৃণমূলের ভরাডুবির পর বিধানসভা উপনির্বাচনে মতুয়াতেই ভরসা রাখলেন তৃণমূল। বাগদা বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করলেন ঠাকুর বাড়ির সদস্যা মমতা বালা ঠাকুরের ছোট মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুরকে। নাম ঘোষণার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মধুপর্ণা ঠাকুর। প্রসঙ্গত গত বিধানসভা বাগদা বিজেপির টিকিটে জয়লাভ করেছিলেন বিশ্বজিৎ দাস এই লোকসভা ভোটে পদত্যাগ করে তৃণমূলের টিকিটে লড়াই করে পরাজিত হলেন বিশ্বজিৎ। লোকসভা ভোটের হার থেকে শিক্ষা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা তৃণমূলের। প্রসঙ্গত দিন কয়েক আগেই তৃণমূল পন্থী মতুয়ারা সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবি করেছিলেন মতুয়া সম্প্রদায় থেকেই প্রার্থী ঘোষণা করা হোক বাগদা বিধানসভা উপনির্বাচনে।

কোটায় আত্মহত্যার সঙ্গে নিটের যোগ নেই, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: রাজস্থানের কোটায় আত্মহত্যার ঘটনাগুলির সঙ্গে এবারের নিটের ফলের কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। নিটে (সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা পরীক্ষা) অনিয়মের অভিযোগে তোলপাড় গোটা দেশ। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছে। তবে আদালত কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ায় এখনই স্থগিতাদেশ দিতে চাইছে না।

নিটে প্রশ্নপত্র ফাঁস-সহ একাধিক অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টে সাতটি মামলা দায়ের হয়েছে। শুক্রবার সেই সব মামলার শুনানিতে বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং বিচারপতি সন্দীপ মেহতার অবসরকালীন বেঞ্চে নিটে অনিয়মের অভিযোগে সিবিআই তদন্তের আবেদন জানানো হয়। তবে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার আগে সব পক্ষের জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

এদিনের শুনানিতে আবেদনকারীর পক্ষ থেকে কোটায় আত্মহত্যার ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়। এ ব্যাপারে বিচারপতি বিক্রম নাথের ডিভিশন বেঞ্চ আবেদনকারীকে জানায়, 'এই মামলায় অযথা আবেগতাড়িত হয়ে সওয়াল করা উচিত নয়। নিটের ফলাফলের সঙ্গে কোটায় আত্মহত্যার ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই।'

সিবিআই তদন্তের আবেদনের ওপর নোটিস জারি সুপ্রিম বেঞ্চ বলেছে, আগামী দু'সপ্তাহের মধ্যে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে (এনটিএ) জবাব দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি আদালতের তরফে আবেদনকারী এবং কেন্দ্র সরকারকেও নোটিস জারি করা হয়েছে। যার জবাব আগামী ৮ জুলাইয়ের মধ্যে দিতে বলা হয়েছে। ওই দিনই এই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

ডাক্তারির সর্বভারতীয় এই প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে ইতিমধ্যেই কাউন্সেলিংয়ের দিন নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট অবশ্য সেই প্রক্রিয়ায় কোনও স্থগিতাদেশ জারি করেনি। কাউন্সেলিং পূর্বনির্ধারিত সময় মেনেই চলবে। পরীক্ষা নতুন করে হলে তাতেও কোনও বাধা পড়বে না বল আদালতের তরফে বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা পরীক্ষা নিটে একসঙ্গে ৬৭ জন প্রথম স্থান অধিকার করায় দেশজুড়ে বিতর্ক দানা বাঁধে। পরে জানা যায়, প্রশ্নপত্র এবং কিছু পরীক্ষাকেন্দ্রে সময়জনিত সমস্যার জন্য ১৫৬৩ জনকে বাড়তি নম্বর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু র‍্যাঙ্কিং নিয়ে বিতর্ক হতেই এই বাড়তি নম্বরের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিভিন্ন মহল থেকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও সরব হয়।

আত্মনির্ভর ভারত গড়তে এবার সেনার হাতে নাগাস্ত্রা-১

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে এবার সেনার হাতে এল আরও এক মারণাস্ত্র নাগাস্ত্রা-১। এই অত্যাধুনিক আত্মঘাতী ড্রোনটি সেনার হাতে তুলে দিয়েছে নাগপুরের সোলার ইন্ডাস্ট্রিজ নামে এক সংস্থা। মনে করা হচ্ছে, অভিনব ড্রোনটি পাকিস্তান ও চিন সীমান্তে শত্রু মোকাবিলা ছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীর-সহ দেশের মধ্যে যে কোনও ধরনের সন্ত্রাস মোকাবিলা করতে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অত্যাধুনিক ড্রোন নাগাস্ত্রা-১ সম্পূর্ণ দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এই বিশেষ ড্রোনে 'কামিকাজে মোড' থাকায় ২ মিটার দূর থেকে জিপিএসের মাধ্যমে যে কোনও বিপদ এড়াতে পারবে এটি। ড্রোনটির ওজন মাত্র ৯ কেজি, যা ৩০ মিনিট ধরে টানা উড়তে পারে। মানববিহীন ড্রোনটি মানুষের কন্ট্রোলে ১৫ কিমি পর্যন্ত উড়তে সক্ষম। পাশাপাশি সর্বোচ্চ ৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত অটোনোমাস মোডে উড়তে পারে এবং শত্রুর সন্ধানে মাটি থেকে ২০০ মিটার পর্যন্ত উড়তে পারে ড্রোনটি। ড্রোনটি . ১ কেজি পর্যন্ত বিস্ফোরক বহন করতে পারে। দিন হোক বা রাত, যে কোনও সময় উড়তে পারে এটি।

সেনাবাহিনী জানিয়েছে, এই অত্যাধুনিক ড্রোন ব্যবহার করে সীমান্তে বা ভিতরে শত্রু শিবিরের ট্রেনিং ক্যাম্প সহ যে কোনও শত্রু ঘাঁটি লঞ্চপ্যাডে হামলা চালানো সম্ভব। সেনাকর্মীদের জীবনের ঝুঁকি কমাতে এই অস্ত্র আরও বেশি ব্যবহার করা হবে বলেও খবর। সেই লক্ষ্যে সেনার তরফে ওই সংস্থাকে ৪৮০টি ড্রোন বানানোর বরাত দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ১২০টি সেনার হাতে এসে পৌঁছেছে।

বিজেপিকে 'উদ্ধত' বললেন আরএসএস নেতা ইন্দ্রেস

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন: ভারতের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) এক নেতা বিজেপির কড়া সমালোচনা করলেন। সঙ্গে ইন্ডিয়া জোটকেও কটাক্ষ করেন। ইন্দ্রেস কুমার নামের ওই নেতা বৃহস্পতিবার ক্ষমতাসীন বিজেপিকে 'উদ্ধত' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বিরোধী ইন্ডিয়া জোটকে 'রামবিরোধী' বলে উল্লেখ করেছেন।

ভারতের রাজস্থান রাজ্যের জয়পুর শহরের কাছে কানোটায় 'রামরথ অযোধ্যা যাত্রা দর্শন পুজান সমারোহ' অনুষ্ঠানে আরএসএসের জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ইন্দ্রেস কুমার বিজেপির নাম সরাসরি উল্লেখ না করে জানান, এবারের নির্বাচনে তাদের আচরণের প্রতিফলন দেখা গিয়েছে। লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপির ফলাফলের দিকে ইঙ্গিত করে তাঁর বক্তব্য, যে দল ভক্তি দেখায়, কিন্তু কাজকর্মে উদ্ধত হয়ে ওঠে, তারা ২৪১ আসনেই থেমে যায়। তবে এরপরও তারা সবচেয়ে বড় দল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটকে উদ্দেশ করে আরএসএসের এই নেতা বলেন, 'রামের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই, তারা ২৩৪ আসনে থেমে গিয়েছে।' ইন্দ্রেস কুমার জানান, গণতন্ত্রে রাম রাজ্যের 'বিধান' দেখুন। যারা রামকে ভক্তি করে, কিন্তু ধীরে ধীরে উদ্ধত হয়ে ওঠে, সেই দল হয়তো বৃহত্তম দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেও, ঈশ্বর তাদের ঔদ্ধত্যের কারণে ভোট ও ক্ষমতার জায়গায় তাদের একটা পর্যায়ে নিয়ে থামিয়ে দিয়েছেন।

আরএসএস নেতা আরও জানান, যারা রামের পূজা করে, তাদের বিনয়ী হতে হবে। যারা রামকে অস্বীকার করে, ঈশ্বর নিজেই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন। আরএসএসের নেতা মোহন ভগবত কিছু দিন আগে বিজেপি নিয়ে মন্তব্য করার পর বৃহস্পতিবার এমন কথা বললেন আরএএসের নির্বাহী কমিটির এই সদস্য।

আবার প্যারোলের আর্জি রাম রহিমের

চণ্ডীগড়, ১৪ জুন: গত ১০ মাসে ৭ বার প্যারোলে মুক্তির পর ফের একবার জেল থেকে বেরনোর আর্জি জানালেন স্বঘোষিত ধর্মগুরু রাম রহিম। তিনি আদালতের কাছে ২১ দিনের জন্য প্যারোলের আর্জি জানিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, দিনকয়েক আগেই নিজের ম্যানেজারকে খুনের অভিযোগে বেকসুর খালাস হয়েছেন রাম রহিম।

ডেরার দুই শিষ্যাকে ধর্ষণের অভিযোগে রাম রহিমকে কুড়ি বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল হরিয়ানার পঞ্চকুলা আদালত। এই ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আনার জন্য এক সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। সেই খুনের ঘটনায় আরও তিনজনের সঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন রাম রহিম। পাশাপাশি ডেরার ম্যানেজারকে খুনের অভিযোগেও দোষী সাব্যস্ত হন তিনি। তবে সেই অভিযোগ থেকে তিনি হাইকোর্টে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

উল্লেখ্য, কারাবাসের অনেকটা সময়ই জেলের বাইরে কাটিয়েছেন ধর্ষণে দোষী সাব্যস্ত হয়ে সাজাপ্রাপ্ত রাম রহিম। গত ১০ মাসের মধ্যে মোট ৭ বার প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন তিনি। গত ১৯ জানুয়ারি তাঁকে ৫০ দিনের প্যারোল দিয়েছিল হরিয়ানা সরকার। তার আগেও অনেকবার দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি প্যারোল পেয়েছে। বারবার তাঁকে প্যারোল দেওয়া নিয়ে একটি পিটিশনও দায়ের হয় পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টে।

এরপরই প্যারোল বাতিল করে ১০ মার্চের মধ্যে রাম রহিমকে জেলে ফিরে আসতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এবার নির্বাচন শেষ হতেই ফের প্যারোলের আবেদন করেন রাম রহিম। ডেরা সাচ্চা সৌদার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য পঞ্জাব ও হরিয়ানা হাইকোর্টের কাছে ২১ দিনের জন্য প্যারোলের আবেদন জানিয়েছেন তিনি। স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে জামিন দেওয়া যায় কিনা, সেই বিষয়ে মতামত চেয়ে হরিয়ানা সরকার এবং শিখ গুরুদ্বার প্রবন্ধক কমিটিকে নোটিশ দিয়েছে আদালত। দু'পক্ষকেই আগামী ২ জুলাইয়ের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের সব স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত বাধ্যতামূলক

শ্রীনগর, ১৪ জুন: এবার থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের সব স্কুলে মর্নিং অ্যাসেম্বলিতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়াটা বাধ্যতামূলক। গত বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের উপ রাজ্যপাল এই নির্দেশিকা জারি করেছেন। ওই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সব স্কুলকেই এই নির্দেশ পালনের কথা বলা হয়েছে। কাশ্মীর প্রশাসন মনে করছে, বেশ কিছু স্কুল মর্নিং অ্যাসেম্বলিতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার ব্যাপারে উদাসীন।

বুধবার কাশ্মীর প্রশাসনের তরফে এক বিবৃতি দিয়ে স্কুলগুলিকে মোট ১৬ দফা নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে মর্নিং অ্যাসেম্বলি শুরু করা। ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, 'ইতিবাচক চিন্তাধারায় দিন শুরু করা এবং পড়ুয়াদের মধ্যে একতা ও শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলতে স্কুল ব্যবস্থায় মর্নিং অ্যাসেম্বলির মতো একটি রীতির গুরুত্ব অপরিসীম।'

২০১৯ সালের ৫ অগস্ট মাসে কাশ্মীরের বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার আগে পর্যন্ত তারা নিজস্ব পতাকা এবং রাজ্য সঙ্গীত ব্যবহার করত। বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা বাতিল এবং কাশ্মীর ও লাদাখকে আলাদা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণার পর এর ব্যবহারও বন্ধ হয়। বস্তুত তারপর থেকেই কাশ্মীরের স্কুলগুলিতে মর্নিং অ্যাসেম্বলিতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বাধ্যতামূলক। তবে জম্মু-কাশ্মীরের স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হলেও, অনেক স্কুল এই ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগী নয়, যা প্রশাসনরে নজরে পড়েছে। সম্ভবত এর জেরেই স্কুলগুলিকে নির্দেশিকা জারির মাধ্যমে নিজেদের কর্তব্য মনে করিয়ে দেওয়া হল প্রশাসনের তরফে।

নমস্তে জানিয়ে অতিথিদের স্বাগত জানালেন জর্জিয়া মেলোনি

রোম, ১৪ জুন: ভারতীয় 'নমস্তে'কে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরলেন জর্জিয়া মেলোনি। জি-৭ সম্মেলন উপলক্ষে আগত অতিথিদের একেবারে ভারতীয় কায়দায় অভ্যর্থনা জানালেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিও। উল্লেখ্য, বিশেষ অতিথি হিসাবে জি-৭ সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও।

বৃহস্পতিবার থেকে ইতালির বোর্গো এগজানিয়া শহরে শুরু হয়েছে জি-৭ সম্মেলন। ৫০ তম জি-৭ সম্মেলন উপলক্ষ্যে হাজির সাত দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। ছিলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভনও। প্রত্যেক অতিথিকে নিজে অ্যাপায়ন করেন মেলোনি। ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হাতজোড় করে সকলকে নমস্কার করছেন তিনি। ইতালির প্রধানমন্ত্রীর এই আচরণ দেখে নেটদুনিয়ার মত, নমস্তে আর ভারতের নয়, আন্তর্জাতিক হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, সম্মেলনের প্রথম দিন হাজির ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাক্রোঁ, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক, জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিশিদা। সকলের সঙ্গে কথা বলেন আয়োজক ইতালির প্রধানমন্ত্রী মেলোনি। উল্লেখ্য, সশরীরে হাজির না থাকলেও একটি সেশনে উপস্থিত ছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার ইতালি পৌঁছে গিয়েছেন মোদি। তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার পর এটাই মোদির প্রথম বিদেশ সফর। জি-৭ সম্মেলনের পাশাপাশি মেলোনির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করবেন প্রধানমন্ত্রী। অতি দক্ষিণপন্থী নেত্রী ও বেনিটো মুসোলিনির ভক্ত মেলোনি ইতালির প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। বছর দুয়েক হল তিনি মসনদে। মোদির সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। এবারের নির্বাচনে মোদির প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত হতেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মেলোনি।

মার্কিন বিদেশ দপ্তরে চর্চা আমেরিকা-পাকিস্তান খেলা নিয়ে

প্রশ্ন মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলারকে

ওয়াশিংটন, ১৪ জুন: প্রশ্ন মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখ পাত্র ম্যাথিউ মিলারকে প্রথমবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসেছে বিশ্বকাপের আসর। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই দুরন্ত ছন্দে রয়েছে আয়োজক দেশ। তবে পাকিস্তানকে হারানোর পর থেকে হইচই পড়ে গিয়েছে আমেরিকার ক্রিকেট দলকে নিয়ে। ক্রিকেট দলের সাফল্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে মার্কিন বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্রকেও। তবে এমন অপ্রত্যাশিত প্রশ্নের মুখে পড়ে খানিক হতবাক হয়ে যান শীর্ষ কূটনীতিকও।

বৃহস্পতিবার রুটিন মাফিক সাংবাদিক বৈঠকে আসেন আমেরিকার বিদেশ দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার। সেখানে বিদেশ-রাজনীতি নানা বিষয় নিয়ে প্রশ্নের মাঝেই আচমকা বাউন্সারের মতো ধেয়ে আসে ক্রিকেটের প্রশ্ন। এক সাংবাদিক জিজ্ঞাসা করেন, আমেরিকার মতো অ্যাসোসিয়েট দেশ যে পাকিস্তানের মতো হেভিওয়েট দেশকে হারিয়ে দিল, সেই নিয়ে আপনার কী মত? এহেন প্রশ্নে প্রথমে খানিক হতবাক হয়ে পড়েন মিলার।

তবে সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে হাসিমুখে প্রশ্নের জবাব দেন। মিলার সাফ জানিয়ে দেন, ক্রিকেট নিয়ে তাঁর বিদ্যা ভয়ংকরী। মুখপাত্রের মতে, যে বিষয়গুলো আমার অজানা, সেই নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সবসময়ই সমস্যায় পড়ি। তবে পাকিস্তান নিঃসন্দেহে খুব শক্তিশালী দল। মিলারের এই মন্তব্যে হাসির রোল ওঠে সাংবাদিকদের মধ্যে। হাসতে থাকেন বিদেশ দপ্তরের মুখ পাত্রও। উল্লেখ্য, প্রথমবার বিশ্বকাপে খেলতে নেমেছে আমেরিকা। তবে মার্কিনদের পারফরম্যান্স নজরে পড়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের পর। গতবারের ফাইনালিস্ট পাকিস্তানকে সুপার ওভারে গিয়ে হারায় আমেরিকা। টানা দুই ম্যাচে জিতে সুপার এইটে ওঠার দৌড়েও ভালোমতো রয়েছে তারা। সবমিলিয়ে, নিজের দেশের ক্রিকেট দলকে নিয়ে আগ্রহ বাড়ছে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে। সেই নিয়ে বিদেশ দপ্তরেও চলছে আলোচনা।

যুদ্ধ থামাতে রাজি পুতিন, ইউক্রেনকে মানতে হবে কিছু শর্ত!

মস্কো, ১৪ জুন: দু'বছর পেরিয়ে গিয়েছে। কিন্তু রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী লড়াই থামেনি। হামলা পালটা হামলা, মৃত্যুমিছিল সবকিছুই অব্যাহত। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎই যুদ্ধবিরতির কথা শোনা গেল রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের গলায়! তবে যুদ্ধ থামানোর জন্য কয়েকটি শর্ত বেঁধে দিয়েছেন তিনি। যা মানতে হবে ইউক্রেনকে। তাহলেই ছেদ পড়বে এই সংঘর্ষে।

২০২২ সালে ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে বিশেষ সামরিক অভিযান ঘোষণা করেন পুতিন। বাঁধভাঙা জলের জেলেনস্কির দেশে ঢুকে পড়ে রুশ ফৌজ। তার পর থেকে জারি রয়েছে লড়াই। দীর্ঘসময় ধরে যুদ্ধ করার ফলে গত কয়েকমাস ধরে রণক্ষেত্রে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে কিয়েভকে। এবার শান্তি চাইছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। যে কারণে চলতি সপ্তাহের শেষে সুইজারল্যান্ড অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইউক্রেন শান্তি সম্মেলন। যা নিয়ে শুক্রবার মস্কোর রুশ বিদেশমন্ত্রককে কথা বলেন পুতিন।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর, এদিন বক্তৃতা দেওয়ার সময় রুশ প্রেসিডেন্ট বলেন, আমরা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতেই পারি। কিন্তু তার জন্য ইউক্রেনকে নেটোতে যোগদানের পরিকল্পনা বাতিল করতে হবে। তাহলেই আমরা আলোচনায় বসতে পারি। তবে এখানেই পুতিনের দাবি শেষ হয়নি। তিনি আরও শর্ত দেন, ডোনেটস্ক, লুহানস্ক, জাপরিজজিয়া ও খেরসন থেকে পুরোপুরিভাবে সেনা প্রত্যাহার করতে হবে ইউক্রেনকে। তবেই আমরা শান্তি ফেরানোর লক্ষ্যে বৈঠকে বসব। ইউক্রেন শান্তি সম্মেলন আগে পুতিনের এরকম শর্ত বেঁধে দেওয়া যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন সমর বিশেষজ্ঞরা।

জানা গিয়েছে, সুইজারল্যান্ড অনুষ্ঠিত হতে চলা ইউক্রেন শান্তি সম্মেলনে যোগ দেবে অন্তত ৯০টি দেশ। বৃহৎ এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে একটাই লক্ষ্য। যুদ্ধ থামিয়ে কীভাবে ইউক্রেনে শান্তি ফেরানো যায়, সেই পথ খুঁজে বের করা। কিন্তু সামিটে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি রাশিয়াকে। যার পালটা দিয়ে মস্কো জানিয়েছে, 'এই সম্মেলন সময়ের অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা এই বৈঠকে আগ্রহী নই।' ফলে এখন সকলের নজর রয়েছে এই শান্তি সম্মেলনের দিকে। ইউক্রেন কী রাশিয়ার শর্ত মেনে নেবে? সেদিকেই তাকিয়ে আন্তর্জাতিক মহল।

NOTICE INVITING e-TENDER

The Prodhan, Abujhati-II Gram Panchayat has invited e-Tender against Tender Reference No. :- AGP-II/e-Tender- 01/2024-25, Date : 14.06.2024. Tender Reference No.:- AGP-II/e-Tender- 02/2024-25, Date : 14.06.2024 in this Gram Panchayat. Bid submission end date and time 21.04.2024 up to 05.00 P.M. Bid Opening Date (Technical) – 24.06.2024 at 10.30 A.M. Details of Tender Notice may be seen at **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Abujhati-II Gram Panchayat
Vill. & P.O.- Kulingram, P.S.-
Jamalpur, Dist.- Purba Bardhaman

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৫৮৮, তারিখঃ ১৩.০৬.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫- ২১-৩২৮৭, কাজের নামঃ** এক বছরের জন্য সর্টিং ইয়ার্ড কোচিং ডিপোর বিভিন্ন ট্রেনের জন্য পরিচালনা, রেকর্ড রাখা এবং এসি টেকনিশিয়ানকে সহায়তা করার জন্য এসি হেল্পারের এসকর্টিং। **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৬৯,৩২,৬০০ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়না মূল্য জমা)ঃ** ২,৮৪,৭০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ০৩.০৭.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে। কোন কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে ছুটি/বনধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য, টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে যে কোনও সুবিধাজনক দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। HWH-118/2024-25

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : (১) ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৪-২৫-বিবি৩, (২) ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৪-২৫-১০কে-০২, (৩) ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৪-২৫এনসিজি১-৫, (৪) ইলেক্ট-সিএইচজি-ওটি-২৪-২৫-ডব্লুএসএ-৪, তারিখ ১৩.০৬.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সাঁতরাগাছি, খড়গপুর ডিভিসন ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সংশ্লিষ্ট টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। যোগ্য কন্ট্র্যাক্টরদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে কেবলমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আবেদন করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। এই টেন্ডারের জন্য কোনও অফলাইন টেন্ডার গৃহীত হবে না। বিস্তারিত বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে ডকুমেন্ট সেকশনে আপলোড করা টেন্ডার নথিপত্র পড়ে নেবেন। **ক্র.নং, কাজের নাম :** (১) সাঁতরাগাছি কোচিং ডিপোয় পাওয়ার কার ১৯৭৪৮৬ (সেট 'বি')-তে লাগানো কোয়েল প্রস্তুত ডিজেল ইঞ্জিনের মেরামতি। (২) দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়গপুর ডিভিসনে সাঁতরাগাছি, পিডিপিকে, এসএইচএম কোচিং রক্ষণাবেক্ষণ ডিপো অথবা অন্য যে কোনও ডিপোতে ৩ বছরের জন্য ১০ কেভিএ ইনভার্টারের (সাইনোট্রন প্রস্তুত) এএমসি। (৩) সাঁতরাগাছি - কোচিং ডিপোর নিউ কম্পোজিট গ্রিডের (এনসিজি) পরিকাঠামোগত সুবিধার উন্নয়ন। (৪) সাঁতরাগাছির জন্য বৈদ্যুতিক কাজ - বর্তমান জল সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ২২,৫০,০০০ টাকা (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ২৫,৪৭,২০৭ টাকা (ক্র.নং. ২-এর জন্য), ১১,৯৩,৯৯৭.৪৫ টাকা (ক্র.নং. ৩-এর জন্য), ১৫,৪৬,৮০১.৩৬ টাকা (ক্র.নং. ৪-এর জন্য)। **ইএমডি/ বিড সিকিউরিটি:** ৪৫,০০০ টাকা (ক্র.নং. ১-এর জন্য), ৫১,০০০ টাকা (ক্র.নং. ২-এর জন্য), ২৩,৯০০ টাকা (ক্র.নং. ৩-এর জন্য), ৩০,৯০০ টাকা (ক্র.নং. ৪-এর জন্য)। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০৮.০৭.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা প্রতিটির জন্য। টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথিপত্র এবং অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। **(PR-260)**

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Chairman, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-58/2ND CALL/2023-24** for Construction of Cement Concrete Road in Ward No- 19 under Krishnanagar Municipality. **WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-59/2ND CALL/2023-24** for Repairing/Renovation & Strengthening of Bituminous road at different Wards within Krishnanagar Municipality. The intending Bidders are requested to visit the website https://wbtenders.gov.in for details. Tender Id:2024_MAD_692841_1, 2024_MAD_693007_1 to 2024_MAD_693007_4.
Sd/- Chairman
Krishnanagar Municipality

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Notice Inviting Quotation No. 01 of 2024-2025 of the Sub Divisional Officer, Burdwan Irrigation Sub-Division No.- II. Sealed quotations are invited by the undersigned for 1 (One) number Inspection vehicle (Non Air Condition) minimum Bharat Statge-III, purchased on or after 01.01.2010 with Diesel Engine from reliable owner/ authorized supplier. Last date of application for the Quotation Documents is 21.06.2024 up to 12 Hrs. For details contact in office on any working day or log in to **www.wbiwd.gov.in**

Sd/- Sub-Divisional Officer, Burdwan Irrigation Sub-Division No.-II
Kanainatsal, P.O.- Sripally, Dist.- Purba Bardhaman

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
NOTICE INVITING E-QUOTATION
N.I.E. EQ. No. 360/PW/Eng/24 Dt. 14.06.24
Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

LAKSHMISAGAR GRAM PANCHAYAT
PO - Lakshmisagar, DIST. - BANKURA.
NIT No-19/LAK/2023-24 .NIT No-20/LAK/2023-24 and e-NIT No-21/LAK/2023-24 vide memo no 101 to 103 /LAK/2024-25 dated 10.06.2024
It is here invited E-tender and tender by the Pradhan, Lakshmisagar Gram Panchayat for 18 no works (Last date of Dropping 21.06.2024 up to 5 PM) will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in/bankura.gov.in**
Sd/- Pradhan
Lakshmisagar Gram Panchayat.

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in

HMC/HWW/P-03/24-25 তারিখ : ১৩.০৬.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, **এইচএমসি -এইচএমসি (২য় কল) অধীনে ওলাবিবি তলা ক্লিয়ার ওয়াটার বুস্টিং পাম্পিং স্টেশন তথা ৩.৬ এমজি ইউজিআর এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ, পাহাড়া, পরিচ্ছন্নকরণ সহ প্রাত্যহিক/সময়ে সময়ে রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য** প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং একই ধরনের সংশ্লিষ্ট কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস,পদ্মপুকুর এর বিভাগীয় ওয়েবসাইট **https://wbtenders.gov.in**। **টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ২৮.০৬.২০২৪ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন। **টেন্ডার আইডি : 2024_MAD_692837_1**
৭(৩)/২৪-২৫ সেক্রেটারি
১৪/৬/২৪ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has invited by the Executive Officer, Serampore-Uttarpara Panchayat Samity vide **NITNo.: 01/SU/2024-25 & Memo No.: 434/SU, Date: 14.06.2024** for "Construction of Jalsatra Under Serampore-Uttarpara Panchayat Samity." Last date for submission of Tender: **22.06.2024 up to 01.00 PM. Tender ID No 2024_ZPHD_694350_1 to 5,** For more details, visit **https://wbtenders.gov.in** & undersigned Office.
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

টি২০ বিশ্বকাপে আর ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নয়! প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দাবি উদ্ধবের শিব সেনার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যাতে আর না হয়, তা নিশ্চিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখল উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা। জম্মু-কাশ্মীরে সাম্প্রতিক জঙ্গি হামলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলারই বিরোধী এনডিএর অন্যতম শরিক দল।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্যায়ে বাবর আজমের দলের মুখোমুখি হয়েছেন রোহিত শর্মারা। নিউ ইয়র্কের সেই ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ রানে হারিয়েছিল। প্রতিযোগিতার সেমিফাইনাল বা ফাইনালে আবার দু'দেশের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তেমন পরিস্থিতি হলে ভারতীয় দল ম্যাচ বয়কট করুক। এই দাবিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী ছাড়াও শিবসেনা (উদ্ধব) চিঠি দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবীয়কে চিঠি দিয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি রজার বিন্নীকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। এনডিএর অন্যতম শরিক দলের দাবি, তেমন পরিস্থিতি তৈরি হলে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে বাধ্য করুক ম্যাচ না খেলার জন্য।

দলের মুখপাত্র আনন্দ দুবে বলেছেন, ''গত তিন-চার দিন ধরে কাঠুয়া, ডোডা এবং রিয়াসিতে জঙ্গি হামলার ঘটনা চলছে। সাধারণ মানুষ, পুলিশ কর্মী, সেনা জওয়ানদের মৃত্যু হয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী এবং বিসিসিআই সভাপতিকে চিঠি দিয়েছি। এই পরিস্থিতিতে বিদেশের মাটিতে পাকিস্তানের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা বন্ধ রাখা হোক। দেশের মানুষের নিরাপত্তা এবং জীবনের থেকে ক্রিকেট ম্যাচ বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে এবং পাকিস্তান ক্ষমা চাইলে আবার খেলার কথা ভাবা যাবে। পাকিস্তান সরকার এবং আইএসআই আমাদের দেশের সঙ্গে একটা খারাপ খেলা খেলছে। আমি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ক্রীড়ামন্ত্রী এবং বিসিসিআইকে অনুরোধ করছি পাকিস্তানের সঙ্গে সব খেলা বন্ধ রাখা হোক।''

অতীতে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেও ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ভন্ডুল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল শিবসেনা। শিবসেনার দাবি মেনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রোহিতেরা যদি বাবরদের বিরুদ্ধে না খেলেন, তা হলে সেমিফাইনাল বা ফাইনালে ওয়াকওভার দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পেয়ে যাবে পাকিস্তানই।

রেকর্ডে রেকর্ডে ওমানকে বিধ্বস্ত করল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: এই ইংল্যান্ডই তাহলে বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কায়!

সুপার এইট নিয়ে অনিশ্চয়তায় থাকা ইংল্যান্ড বৃহস্পতিবার রাতে রীতিমতো 'আহত বাঘ' এর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ওমানের ওপর। টস হেরে আগে ব্যাট করতে নামা ওমানকে মাত্র ৪৭ রানে গুটিয়ে দেন জফরা আর্চার, মার্ক উড আর আদিল রশিদরা। যে রান তাড়া করতে নেমে জস বাটলার, ফিল সল্টরা সময় নিয়েছেন মাত্র ১৯ বল।

মাত্র ৯৯ বলের মধ্যে খেলা শেষ করে ইংল্যান্ড শুধু ৮ উইকেটের জয়ই তুলে নেয়নি, সুপার এইটে ওঠার জন্য রান রেটও বেশ বড় অঙ্কে বাড়িয়ে নিয়েছে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে স্কটল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারলে এবং ইংল্যান্ড নামিবিয়াকে হারাতে পারলে বাটলারদের পরের ধাপে ওঠা নিশ্চিত হয়ে যাবে।

অ্যান্টিগার নর্থ সাউন্ডে ইংল্যান্ড টস জেতা থেকেই ছিল ম্যাচের নিয়ন্ত্রক। ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে ওমান ওপেনার প্যাট্রিক আঠাবলেকে ফিরিয়ে ধসের শুরুটা করেন আর্চার। পরে এই ধ্বংসযজ্ঞে যোগ দেন উড ও আদিল রশিদ। ২ উইকেটে ২৪ রান তোলা ওমান পরের আট উইকেট হারায় ২৩ রানের মধ্যে। এর মধ্যে আদিল রশিদ ৪ ওভারে ১১ রানে নেন ৪ উইকেট। উড ও আর্চারের শিকার ১২ রানে ৩টি করে উইকেট। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো দলের তিন বোলার তিন বা তার বেশি উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষকে অলআউট করল।

ইংল্যান্ডের রেকর্ড বৃষ্টির অবশ্য এখানেই শেষ নয়। রান তাড়ায় বিলাল খানের প্রথম দুই বলেই ছয় হাঁকান সল্ট। বিশ্বকাপ তো বটেই, আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেই ইনিংসের প্রথম দুই বলে ছয় মারার প্রথম ঘটনা এটি। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইল অব ম্যানের বিপক্ষে স্পেনের আওয়াইজ আহমেদও ইনিংসের প্রথম দুটি বৈধ ডেলিভারিতে ছয় মেরেছিলেন। তবে বোলার জোসেফ বারোজ তাঁর প্রথম বলটি 'নো' করেছিলেন।

সল্ট অবশ্য প্রথম দুই বলে ছয় মেরে তৃতীয় বলেই আউট হয়ে যান। পরের ওভারে আউট হন উইল জ্যাকসও। তবে রান রেট বাড়িয়ে নেওয়ার ভাবনায় জিততে সময় নিতে চাননি বাটলার। তৃতীয় ওভারে বিলালের ৬ বল থেকে ৪টি চার আর একটি ছয় মেরে ২২ রান তুলে নেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। চতুর্থ ওভারের প্রথম বলে ফাইয়াজ বাটকে চার মেরে জয় নিশ্চিত করেন জনি বেয়ারস্টো। ইংল্যান্ড ২ পয়েন্ট তোলে ৮ উইকেটে ও ১০১ বল বাকি রেখে।

বলের দিক থেকে বিশ্বকাপে সবচেয়ে বড় জয় এটি। পেছনে পড়েছে ২০১৪ আসরে চট্টগ্রামে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কার ৯০ বল বাকি রেখে তোলা জয়। ১০ বছর আগের সেই ম্যাচে খেলা হয়েছিল মোট ৯৩ বল। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৯৯ বল খেলা হলো ইংল্যান্ড-ওমান ম্যাচে।

ইংল্যান্ডের ১০১ বল বাকি থাকতে জয় আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আইসিসির পূর্ণাঙ্গ সদস্যদেশের সবচেয়ে বড় জয়, এখানে পেছনেও পড়েছে শ্রীলঙ্কা-নেদারল্যান্ডস ম্যাচই।

তবে এ সব রেকর্ড নয়, ইংল্যান্ড সবচেয়ে বেশি খুশি রান রেটের জন্য। 'বি' গ্রুপে ৩ ম্যাচে ৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে থাকা ইংল্যান্ডের নেট রানরেট ৩.০৮১। সমান ম্যাচে ৫ পয়েন্ট তুলে দ্বিতীয় স্থানে থাকা স্কটল্যান্ডের ২.১৬৪। অস্ট্রেলিয়া ৬ পয়েন্ট নিয়ে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করেছে। ৪ ম্যাচের সব কটিতে হেরে সবার আগে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ করেছে ওমান।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ওমান ১৩.২ ওভারে ৪৭ (আঠাবলে ৫, প্রজাপতি ৯, ইলিয়াস ৮, মাকসুদ ১, কাইল ১, আইয়ান ১, শোয়াইব ১১, মেহরান ০, ফাইয়াজ ২, কলিমউল্লাহ ৫, বিলাল ০*; টপলি ৩-০-১২-০, আর্চার ৩.২-১-১২-৩, উড ৩-০-১২-৩, রশিদ ৪-০-১১-৪)।

ইংল্যান্ড ৩.১ ওভারে ৪৮/২ (সল্ট ১২, বাটলার ২৪*, জ্যাকস ৫, বেয়ারস্টো ৮*; বিলাল ২-০-৩৬-১, কলিমউল্লাহ ১-০-১০-১, ফাইয়াজ ০.১-০-৪-০)।

ফল ইংল্যান্ড ৮ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ আদিল রশিদ।

সুপার এইটে আফগানিস্তান, গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায় নিউজিল্যান্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গ্রুপ পর্ব থেকে বাদ পড়ল নিউজিল্যান্ড। আজ পাপুয়া নিউগিনিকে ৭ উইকেটে হারিয়ে 'সি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে সুপার এইট নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান। একই গ্রুপ থেকে আগেই সুপার এইট নিশ্চিত করেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ দুই দলের কাছেই হেরেছিল নিউজিল্যান্ড।

২০২১ আসরে ফাইনাল খেলা নিউজিল্যান্ড সর্বশেষ আট আসরেই প্রথম পর্ব পেরিয়েছে। এবার গ্রুপে নিজেদের দুটি ম্যাচ বাকি থাকতেই দেশে ফেরার টিকিট কাটতে হচ্ছে কেইন উইলিয়ামসনদের।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের পর থেকেই বিদায়ের শঙ্কায় ছিল কিউইরা। আজ পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে আফগানিস্তান পয়েন্ট হারালেই কেবল সুপার এইটের সম্ভাবনা টিকে থাকত। কিন্তু ত্রিনিদাদের ব্রায়ান লারা স্টেডিয়ামে পাপুয়া নিউগিনিকে কোনো সুযোগই দেয়নি রশিদ খানের দল।

টসে হেরে ব্যাট করতে নামা পাপুয়া নিউগিনিকে মাত্র ৯৫ রানে অলআউট করেন আফগান বোলাররা। এর মধ্যে ৪ ওভারে ১৬ রানে ৪ উইকেট বাঁহাতি পেসার ফজলহক ফারুকির। ৪ রানে দুই উইকেট আরেক পেসার নাভিন,উল, হকের।

রান তাড়ায় আফগানিস্তানের দুই ওপেনার বিদায় নেন ২২ রানের মধ্যেই। তবে তিনে নামা গুলবদিন নাইব স্বল্প রানের লক্ষ্য নাগালের মধ্যেই রাখেন। প্রথমে আজমতউল্লাহ, পরে মোহাম্মদ নবীকে নিয়ে দলকে নিয়ে যান গন্তব্যে। গুলবদিন অপরাজিত থাকেন ৩৬ বলে ৪৯ রানে, নবী ২৩ বলে ১৬ রানে।

৭ উইকেট ও ২৯ বল বাকি রেখে পাওয়া জয়ের পর 'সি' গ্রুপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষেও উঠেছে আফগানিস্তান। রান রেটে পিছিয়ে দ্বিতীয় স্থানে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। দুই দলেরই পয়েন্ট তিন ম্যাচে ৬ করে।

উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে ম্যাচ বাকি থাকা নিউজিল্যান্ড এখনো পয়েন্টশূন্য। আগামীকাল উগান্ডার বিপক্ষে খেলবে তারা। যে ম্যাচে জয়,পরাজয়ে দেশে ফেরার দিনক্ষণে পরিবর্তন হচ্ছে না।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

পাপুয়া নিউগিনি ১৯.৫ ওভারে ৯৫ (উরা ১১, ভালা ৩, সিয়াকা ০, বাউ ০, হিরি ১, সোপার ৯, দোরিগা ২৭, ভানুয়া ০, নাও ১৩, কারিকো ৪*, কামেয়া ২; ফারুকি ৪,০,১৬,৩, নবী ১,০,৯,০, নাভিন ২.৫,০,৪,২, রশিদ ৪,০,২৫,০, নুর ৪,০,১৪,১, আজমতউল্লাহ ২,১,৫,০, জানাত ২, ০,১০,০)।

আফগানিস্তান ১৫.১ ওভারে ১০১/৩ (গুরবাজ ১১, ইব্রাহিম ০, গুলবদিন ৪৯*, আজমতউল্লাজ ১৩, নবী ১৬*; নাও ৪,০,২৬,১, কামেয়া ৩,০,১৬,১, সোপার ২.১,০,১৯,০, ভানুয়া ৩,০,১৮,১, কারিকো ৩,০, ১৫,০)।

ফল আফগানিস্তান ৭ উইকেটে জয়ী।

ম্যান অব দ্য ম্যাচ ফজলহক ফারুকি।

সঙ্গে রয়েছে ল্যাপটপ, অফিসও সামলাচ্ছেন সৌরভ!

টি২০ বিশ্বকাপে খেললেও ছুটি নেননি আমেরিকার ক্রিকেটার

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নজর কেড়েছেন সৌরভ নেত্রভালকর। আমেরিকার জোরে বোলার বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে আউট করার পর থেকে তারকার সম্মান পাচ্ছেন। এক সময় মুম্বইয়ের হয়ে রঞ্জি ট্রফি খেলা সৌরভ এখন পাকাপাকি ভাবে আমেরিকার বাসিন্দা। সে দেশের জায়গা থেকে যে কোনও সময় কাজ করার অনুমতি পেয়েছে সৌরভ। আসলে ও নিজেই কাজ করতে চায়। নিজের সংস্থাকে ১০০ শতাংশ দিতে চায়।''

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঝে কাজ করছে কখন? নিধি জানিয়েছেন, ম্যাচ বা অনুশীলনের শেষে হোটেলে ফিরে অফিসের কাজ নিয়ে বসে পড়েন সৌরভ। অধিকাংশ দিন সন্ধ্যার পর থেকে অফিসের কাজ করছেন। সে সময় তাঁর সঙ্গে ক্রিকেটের আর কোনও যোগাযোগ থাকে না। অফিসের কাজ শেষ করার পর আবার ম্যাচে নিয়ে ভাবেন ওয়াসিম জাফরের নেতৃত্বে রঞ্জি অভিষেক হওয়া সৌরভ।

মুম্বইয়ের ক্রিকেটার হওয়ার সুবাদে ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত-সহ একাধিক সদস্যের সঙ্গে আলাপ রয়েছে সৌরভের। সূর্যকুমার যাদবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ক্রিকেট এবং অফিস এক সঙ্গে সামলাচ্ছেন। হয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেললেও কর্মস্থল থেকে ছুটি নেননি। খেলার পাশাপাশি অফিসের কাজও সামলাচ্ছেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার।

সৌরভের ছুটি না পাওয়ার কথা জানিয়েছেন তাঁর বোন নিধি। তিনি বলেছেন, ''বিশ্বকাপের জন্য ছুটি নেয়নি দাদা। কাজে ফাঁকি দেওয়া পছন্দ নয় ওর। ক্রিকেটের সরঞ্জামের পাশাপাশি অফিসের ল্যাপটপও সঙ্গে রয়েছে বিশ্বকাপের সময়। ওর ভাগ্য বেশ ভাল। সহকর্মীরা সব সময় ওর পাশে থাকে। বিশ্বকাপের জন্য যে কোনও

পাক ক্রিকেটারদের ২ কিমি দৌড়তে লাগে ১০ মিনিট, ১২০ কিলোর আজমের লাগে ২০ মিনিট!

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে শূন্য রান করা থেকে শুরু করে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাজাভুজি খাওয়া, প্রতিটি কাজেই সমালোচিত হচ্ছেন ১২০ কিলো ওজনের ক্রিকেটার আজম খান। পাকিস্তানের ক্রিকেটারকে দলে নেওয়ার পর থেকে পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং নির্বাচকেরা সরব। সেই আজমের ব্যাপারে অজানা কাহিনি প্রকাশ্যে আনলেন মহম্মদ হাফিজ। প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা নির্বাচক জানালেন, ফিটনেসের নির্দিষ্ট সূচি করে দিলেও তা পালন করেননি আজম।

টিম ডিরেক্টর থাকাকালীন আজমের সঙ্গে কাজ করেছেন হাফিজ। সেই সময়ে আজমের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, তওকে বলেছিলাম, পাকিস্তানের হয়ে ক্রিকেট খেলতে চাইলে দুটো কাজ করতে হয়। শারীরিক ভাবে সক্ষম হতে হবে যেটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খুবই দরকার।

দ্বিতীয়ত, সুযোগ পেলে ভাল খেলতে হবে। উইকেটকিপিং করার জন্য পরিশ্রম করতে হবে। কারণ ও ফিল্ডিং করতে পারত না।দ

এর পরেই চমকপ্রদ তথ্য তুলে এনেছেন হাফিজ। বলেছেন, তওকে ছ'সপ্তাহের একটা সূচি তৈরি করে দিয়েছিলাম ফিটনেসের উন্নতির জন্য। ফেরার পর দেখলাম, ওর শরীরের ওজন এবং চর্বি একই রকম রয়েছে। বরং দৌড়নোর গতি বাকিদের থেকে অর্ধেক হয়েছে। যদি বাকি দল দু'কিলোমিটার ১০ মিনিটে দৌড়তে পারে, তা হলে আজমের ২০ মিনিট লাগবে। তাই ওকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন সূচি মেনে পরিশ্রম করেনি? ওর কাছে কোনও উত্তর ছিল না। বলেছিল, চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। এটা চূড়ান্ত অপেশাদারের মতো কাজ।দ

হাফিজরে মতো, আজম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার উপযুক্তই নন। তাঁর কথায়, তওকে বলেছিলাম পাকিস্তানের হয়ে খেলতে হলে দায়বদ্ধতা দেখাতে হবে। সেটা এত দিনেও দেখিনি।

হাফিজরে মতো, আজম আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার উপযুক্তই নন। তাঁর কথায়, তওকে বলেছিলাম পাকিস্তানের হয়ে খেলতে হলে দায়বদ্ধতা দেখাতে হবে। সেটা এত দিনেও দেখিনি।

বিশ্বকাপ আক্ষেপ হয়েই থাকল নিউজিল্যান্ডের সোনালি প্রজন্মের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭৫.২ ওভার। ভেঙে বললে ৪৫২ বল।

নিউজিল্যান্ড,আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ড,ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচের পুরো খেলার যোগফল এটি। তবে দুটি ম্যাচই নয়, বলতে পারেন ২০২৪ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের দৌড়ানো পথই এটুকু।

গ্রুপ পর্বে এখনো দুটি ম্যাচ বাকি কেইন উইলিয়ামসনদের। কিন্তু উগান্ডা ও পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে সেই দুটি ম্যাচ এখন খেলা না,খেলায় কিছু আসে যায় না। 'সি' গ্রুপ থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পর আফগানিস্তানও সুপার এইট নিশ্চিত করে ফেলায় নিউজিল্যান্ডের বিদায় নিশ্চিত হয়ে গেছে। যে বিদায়ের মঞ্চ কিউই ক্রিকেটে অনেক দিন ধরেই অচেনা। প্রথম পর্ব থেকে বাদ পড়ার অচেনা সেই পথ বলছে, একটি সোনালি প্রজন্মের দিনও এখন সমাগত।

এক দশক ধরে সাদা বলের আইসিসি টুর্নামেন্টে সবচেয়ে সফল দল নিউজিল্যান্ড। না, এ সময়ে একটিও ট্রফি জেতেনি দলটি। কিন্তু ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে ওয়ানডে ও টি,টোয়েন্টি মিলিয়ে হওয়া ৬ বিশ্বকাপের সব কটিতে সেমিফাইনাল খেলা একমাত্র দল নিউজিল্যান্ড। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ওয়ানডে আর ২০২১ সালের টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনালও খেলেছেন উইলিয়ামসনরা (যদিও দুটিতেই হেরেছেন)। একই দল জিতেছে ২০২১ ওয়ার্ল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপও। কন্ডিশন আর ফর্ম যেমনই থাক, আইসিসি টুর্নামেন্টে শেষ চারে ওঠাকে রীতিমতো 'রুটিন' বানিয়ে ফেলেছিল নিউজিল্যান্ড। অথচ সেই দলটিই এবার পাঁচ দলের গ্রুপ থেকে বাদ প্রথম পর্বেই!

নিউজিল্যান্ডের আইসিসি টুর্নামেন্টে প্রথম ধাপ পেরোতে না পারার সর্বশেষ ঘটনাটি ২০১৪ সালের। সে বার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ড খেলেছিল সুপার টেন পর্ব থেকে। কার্যত যা প্রথম পর্ব। র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ আটে থাকার সুবিধায় টুর্নামেন্ট শুরু করলেও সেখানেই থেমে গিয়েছিল ব্রেন্ডন ম্যাককালামের দল। ২০১৬ সালে প্রকাশিত আত্মজীবনী 'ডিক্লেয়ার্ড',এ ম্যাককালাম লিখেছিলেন, ওই 'মুহূর্তটা ছিল বালুরেখা'র মতো। যার বাইরে আর যাওয়া যায় না।

তবে একই বছরের জুনের স্মৃতি বর্ণনা করতে ম্যাককালামের লেখায় ছিল উচ্ছ্বাসের সুর। সেবার টি, টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে গিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। সিরিজের তৃতীয় টেস্টের শেষ দিনে ৫৩ রানে ম্যাচ জিতে সিরিজ ২,১ ব্যবধানে জেতে ম্যাককালামের দল। সেটি ছিল ২০০২ সালের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের প্রথম সিরিজ জয়। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ে বাদ দিলে সেটিই ছিল এক যুগের মধ্যে কিউইদের প্রথম অ্যাওয়ে সিরিজ জয়। উচ্ছ্বসিত ম্যাককালাম তাঁর বইয়ে ক্যারিবীয়দের বিপক্ষে সিরিজ জয়কে উল্লেখ করেছিলেন 'আমার নিউজিল্যান্ড ক্যারিয়ারের সবচেয়ে গৌরবময় মুহূর্ত' বলে।

ম্যাককালামের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের গৌরবের মুহূর্তে জড়িয়ে থাকা সেই দলের বেশির ভাগই পরবর্তী এক দশকে কিউই ক্রিকেটের নিয়মিত মুখ হয়ে থেকেছেন। উইলিয়ামসনের বয়স ছিল ২৪,এর কাছাকাছি, টিম সাউদি ২৫, জিমি নিশাম ২৩, টম ল্যাথাম ২২ আর ইশ সোধি ২১ বছর। এদের সবাই পরের ১০ বছরে নিউজিল্যান্ডের হয়ে এক শর বেশি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। এর মধ্যে উইলিয়ামসন আর সাউদির টেস্টসংখ্যাই এক শ হয়ে গেছে। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ বাদে আর কোনো ট্রফি না আসুক, নিয়মিতই শেষ চারে খেলার অন্যতম কারণই ছিল দীর্ঘদিন একসঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা। সেই ধারাবাহিকতায় তৈরি করা হয়েছিল এবারের বিশ্বকাপের দলও। ২০২২ বিশ্বকাপে খেলা দলের ১৩ জনকেই দেওয়া আরেকটি বিশ্বকাপ জার্সি। ১৫ জনের দলে বয়সে চতুর্থ সর্বকনিষ্ঠ যিনি, সেই মার্ক চ্যাপম্যানও আগামী ২৭ জুন ত্রিশ বছর পূর্তির কেক কাটবেন।

কিন্তু অভিজ্ঞতা কিংবা সর্বশেষ ছয় আইসিসি টুর্নামেন্টের সাফল্য; কোনোটাই এ যাত্রায় আর নিউজিল্যান্ডকে উদ্ধার করতে পারেনি। প্রথমে আফগানিস্তানের কাছে মাত্র ৭৫ রানে অলআউট হয়ে ৮৪ রানের বড় হার, যা আফগানদের কাছেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম হার। এরপর ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হার ১৩ রানে। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে কোচ গ্যারি স্টিড তাই অকপটে বলে ফেলেন, 'কিছুটা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। ছেলেরা হতাশ। এখানে এসেছিলাম ম্যাচ জিততে, টুর্নামেন্ট জিততে।'

টুর্নামেন্ট জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আসা একটি দল কেন প্রথম পর্বেই বিদায় নিচ্ছে, এ নিয়ে কাঁটাছেড়ে করছেন অনেকেই। অনেকের কথায় উঠে এসেছে প্রস্তুতির অভাবের কথা। গত ফেব্রুয়ারির পর নিউজিল্যান্ডের বিশ্বকাপে থাকা খেলোয়াড়েরা একসঙ্গে ম্যাচ খেলেননি। মধ্যে পাকিস্তানে গিয়ে পাঁচ টি,টোয়েন্টির সিরিজ খেললেও সেটি ছিল দ্বিতীয় সারির দল। বিশ্বকাপ দলের ৯জনই ছিলেন আইপিএলে। আইসিসি যখন আনুষ্ঠানিক প্রস্তুতি ম্যাচের সূচি ঠিক করছিল, তখন খেলোয়াড় স্বল্পতার কথা ভেবে ম্যাচ নেয়নি নিউজিল্যান্ড। তবে শেষ দিকে চাইলেও তত দিনে আর ম্যাচের ব্যবস্থা হয়নি। আর তাই প্রস্তুতি ছাড়াই বিশ্বকাপের মঞ্চে খেলতে নামে নিউজিল্যান্ড, ফলাফল গায়ানায় আফগানিস্তান আর ত্রিনিদাদে ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারের হতাশা।

আজকের আফগানিস্তান,পাপুয়া নিউগিনি ম্যাচের পর যা আর হারের হতাশায় সীমাবদ্ধ নেই। নিউগিনিকে হারিয়ে আফগানদের সুপার এইট নিশ্চিত নিউজিল্যান্ডের জন্য খুলে দিয়েছে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায়ের দরজা। একই সঙ্গে বিদায়ের ক্ষণ এনে দিয়েছে সোনালি এক প্রজন্মেরও, যারা আট বছরের মধ্যে খেলেছে দুটি ফাইনালসহ ছয়টি সেমিফাইনাল। ভারত,শ্রীলঙ্কায় হতে যাওয়া ২০২৬ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও হয়তো কেউ কেউ থেকে যাবেন। কিন্তু কিউই ক্রিকেটের সাফল্যের পথচলাটা ক্যারিবিয়ান দ্বীপে থেমেই গেল!

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**